

সব পাঠকের প্রিয় দৈনিক

কালের আলো



KALER ALO ■ PRGI No. TRBEN/25/A0016 ■ Vol-4 ■ Issue-123 ■ Wednesday, 4 November, 2026 ■ বুধবার, ১৮ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ■ ৮ পৃষ্ঠা ■ মূল্য- ৫ টাকা

নীতির ঢাল-ত্যাগের মহিমা

মেয়র বাদ, তবু ৪৫ ওয়ার্ডে ‘দাবাং’ বিজেপি

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। আসন্ন পুর ও নগর সংস্থা নির্বাচনকে সামনে রেখে আগরতলা পুর নিগমের ৫১টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৪৫টি ওয়ার্ডে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল শাসক দল বিজেপি। মঙ্গলবার গভীর রাতে দলের রাজ্য সদর দফতরে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি অভিষেক দেবরায়। বাকি ছয়টি ওয়ার্ডের প্রার্থীদের নাম বুধবার ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করার আগে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার সরকারি বাসভবনে দলের কোর কমিটির এক দীর্ঘ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করা হয়।

এবারের নির্বাচনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা হল, আগরতলা পুর নিগমের বর্তমান মেয়র দীপক মজুমদার নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। বিজেপির রাজ্য সভাপতি অভিষেক দেবরায় জানান, পুর সংস্থাগুলির নেতৃত্বের পদে বর্তমান বিধায়কদের নিয়োগ না করার বিষয়ে দলের নীতিগত সিদ্ধান্ত রয়েছে। সেই সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান জানিয়েই মেয়র দীপক মজুমদার এবার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন না।

শ্রী দেবরায় জানান, বিজেপির এই সিদ্ধান্ত জাতীয় স্তরের নীতির অংশ। সেই নীতি অনুযায়ী, নগর পঞ্চায়েত, পুর পরিষদ এবং পুর নিগমের চেয়ারম্যান বা নেতৃত্বের পদে বর্তমান বিধায়কদের মনোনীত করা হবে না। গত পাঁচ বছর আগরতলা পুর নিগমের মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করা দীপক মজুমদার এবার নির্বাচনে প্রার্থী না হলেও আগরতলায় বিজেপির নির্বাচনী প্রচারের নেতৃত্ব দেবেন।

প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া সম্পর্কে অভিষেক দেবরায় বলেন, তৃণমূল স্তরের সাংগঠনিক কর্মকর্তাদের মতামতকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পৃষ্ঠা প্রমুখ, বুথ সভাপতি এবং শক্তি কেন্দ্র প্রমুখদের সঙ্গে আলোচনা করেই প্রার্থী নির্বাচন করা হয়েছে। পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মকে নির্বাচনী রাজনীতিতে সুযোগ দেওয়ার বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে।

তিনি জানান, ২০ থেকে ৪০ বছর বয়সী তরুণ-তরুণীদের পাশাপাশি নারী, চিকিৎসক, আইনজীবী, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, প্রকৌশলী এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে প্রার্থী করা হয়েছে। বিজেপির দাবি, এই প্রার্থী তালিকার মাধ্যমে বিভিন্ন পেশা ও সামাজিক স্তরের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাকি ছয়টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১২ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থীর নামসহ অন্যান্য নাম বুধবার ঘোষণা করা হবে। পাশাপাশি রাজ্যের অন্যান্য পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েতের প্রার্থীদের নামও প্রকাশ করা হবে বলে জানান অভিষেক দেবরায়।

দীপক মজুমদারের অনুপস্থিতিতে পরবর্তী মেয়র পদে কাকে দলের মুখ হিসেবে তুলে ধরা হবে, সেই প্রশ্নের উত্তরে বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলেন, নির্বাচনের আগে দল কাউকে মেয়র পদপ্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে না। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

গত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কয়েকজন প্রার্থী এবার বাদ পড়েছেন কেন, সেই প্রশ্নের জবাবে দেবরায় সংরক্ষণ ব্যবস্থার পরিবর্তন, বয়সজনিত বিবেচনা এবং সাংগঠনিক বিষয়গুলির কথা উল্লেখ করেন। তিনি জানান, দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বসহ বিভিন্ন স্তরে আলোচনা ও যাচাই-বাছাইয়ের পর প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

বিজেপির ঘোষিত সূচি অনুযায়ী, প্রার্থীরা আগামী ৪ ও ৫ নভেম্বর মনোনয়নপত্র জমা দেবেন। প্রাথমিক মূল্যায়নে *সাতের পাতায় দেখুন*



■ বক্সনগরে বিএসএফ জওয়ানের উপর বর্বরোচিত হামলার ঘটনায় জড়িত তিন মহিলা সহ দশজনকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ।

চোরাপথে ঢুকে চম্পাহাওরে ধরা তিন বাংলাদেশি

কালের আলো প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩ নভেম্বর।। অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে ফের তিন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করল খোয়াই জেলা পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে খোয়াই জেলার চম্পাহাওর থানাধীন আশারাম বাড়ি এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়। তাঁদের সন্দেহজনক গতিবিধি ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে সন্দেহ তৈরি হলে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে আশারাম বাড়ি এলাকায় তিনজন অপরিচিত ব্যক্তিকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের কথাবার্তা ও আচরণে সন্দেহ হওয়ায় বিষয়টি চম্পাহাওর থানার পুলিশকে জানানো হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। এরপর ওই তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তাঁদের কথাবার্তায় অসঙ্গতি ধরা পড়ে। সন্দেহের ভিত্তিতে তাঁদের আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আটক ব্যক্তিদের নিয়ম অনুযায়ী মঙ্গলবার খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে মেডিকেল পরীক্ষা করানো হয়। পরীক্ষা শেষে তাঁদের থানায় ফিরিয়ে এনে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে। তাঁদের পরিচয়, ভারতে প্রবেশের উদ্দেশ্য এবং কীভাবে তাঁরা সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে প্রবেশ করেছেন, সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে।

পাশাপাশি, এই অনুপ্রবেশের ঘটনায় কোনও দালাল বা পাচারকারী চক্রের যোগসূত্র রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সীমান্ত পেরিয়ে তাঁদের ভারতে প্রবেশের পথ এবং সম্ভাব্য সহযোগীদের সন্ধান পেতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

জিএসটি নজরদারি

পাচারকারীদের ‘সুবিধা রাজ্যে’ এবার ‘সিং’ গর্জন



কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে সক্রিয় রয়েছে পাচারকারীরা। মাদক, সোনা, পশু এবং জিরা-সহ বিভিন্ন পণ্য পাচারের বিরুদ্ধে এবার আরও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চলেছে প্রশাসন। পাশাপাশি জিএসটি ফাঁকি রোধেও বাড়ানো হচ্ছে নজরদারি। মঙ্গলবার রাজ্য সফরে এসে এমনই জানিয়েছেন কাস্টমস ও জিএসটির উচ্চপদস্থ আধিকারিক কুল প্রকাশ সিং।

মঙ্গলবার জিএসটি ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, ত্রিপুরার ভৌগোলিক অবস্থান পাচারকারীদের কাছে একটি সুবিধাজনক ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন সময়ে পাচারকারীরা মাদক, সোনা, পশু এবং জিরা-সহ নানা পণ্য পাচারের চেষ্টা করছে। তবে এই অবস্থা দীর্ঘদিন চলতে দেওয়া হবে না। পাচার রোধে প্রশাসন আরও কঠোর মনোভাব গ্রহণ করছে এবং এ ক্ষেত্রে বহুমুখী উদ্যোগ নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

জিএসটি ব্যবস্থা চালুর পর রাজ্যের কর সংগ্রহের পরিস্থিতি তুলে ধরে কুল প্রকাশ সিং জানান, ২০১৭ সালে জিএসটি চালু হওয়ার পর ত্রিপুরায় প্রথমবারের মতো একজন নিয়মিত কমিশনার নিযুক্ত হয়েছেন। তিনি রাজ্যের কাস্টমস ও জিএসটি সংক্রান্ত বিষয়গুলি দক্ষতার সঙ্গে দেখভাল করছেন। এর ফলে রাজ্যে জিএসটি সংগ্রহের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তিনি আরও জানান, জিএসটি ব্যবস্থায় পাঁচ কোটি টাকা বা তার বেশি কর প্রদানকারী ব্যবসায়ীদের বিষয়টি পৃথকভাবে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কিছু ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে জিএসটি ফাঁকির অভিযোগ রয়েছে। এই ধরনের অনিয়ম রোধে সদ্য অনুষ্ঠিত ৫৭তম জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জিএসটি সংগ্রহ বৃদ্ধির মধ্যে সম্পর্কের বিষয়টিও তুলে ধরেন কুল প্রকাশ সিং। তাঁর *সাতের পাতায় দেখুন*

বিরোধীদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে রাজপথে যুবমোর্চা

রাজনীতির ক্যানভাসে মশালের আঁচড়

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। আসন্ন নগর সংস্থার নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক প্রচার ও সাংগঠনিক কর্মসূচিতে গতি বাড়াতে শুরু করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। এরই অঙ্গ হিসেবে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানী আগরতলায় বিশাল মশাল মিছিলের আয়োজন করল ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার ত্রিপুরা প্রদেশ শাখা। ইন্ডিয়া জোটের অন্তর্ভুক্ত কংগ্রেস, বামপন্থী দলসহ বিরোধীদের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার ও অপপ্রচারের অভিযোগ তুলে এই মিছিলের আয়োজন করা হয়।

আগরতলার শিশু উদ্যানের সামনে থেকে মশাল মিছিলটি শুরু হয়। হাতে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে যুব মোর্চার নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেন। মিছিলে যুব মোর্চার রাজ্য নেতৃত্ব ও বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী টিংকু রায় এবং প্রদেশ বিজেপির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মিছিলের মাধ্যমে বিরোধীদের রাজনৈতিক প্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি আসন্ন নগর নির্বাচনে দলের সাংগঠনিক শক্তি ও কর্মীদের সক্রিয়তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। নির্বাচনের আগে রাজধানীতে এই কর্মসূচিকে বিজেপির রাজনৈতিক প্রস্তুতির অন্যতম *সাতের পাতায় দেখুন*

ঘিলাতলির জলিল হত্যা মামলা

আত্মসমর্পণে ধরা আরও দুই অভিযুক্ত



কালের আলো প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩ নভেম্বর।। খোয়াই জেলার কল্যাণপুর থানাধীন ঘিলাতলিতে গরুচোর সন্দেহে গণপিটুনিতে জলিল রহমানের মৃত্যুর ঘটনায় অবশেষে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করল দুই অভিযুক্ত। সোমবার রাতে কল্যাণপুর থানায় এসে আত্মসমর্পণ করেন তাঁরা। এর আগে এই মামলায় আরও দু'জনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। ফলে জলিল রহমানের মৃত্যুর ঘটনায় মোট গ্রেফতার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল চার।

গত ১ সেপ্টেম্বর ঘিলাতলি এলাকায় গরুচোর সন্দেহে গণপিটুনির শিকার হন স্থানীয় যুবক জলিল রহমান। অভিযোগ, ওই দিন তাঁকে ঘিরে ধরে কয়েকজন মারধর করে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্তদের গ্রেফতার এবং দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হয় বিভিন্ন মহল। জলিল রহমানের মৃত্যুর ঘটনায় ন্যায়বিচারের দাবিও ওঠে। দীর্ঘদিন ধরে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে না পারায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। মামলার তদন্তের অগ্রগতি নিয়েও বিভিন্ন মহলে আলোচনা চলছিল।

অবশেষে সোমবার রাতে দুই অভিযুক্তের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মামলায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। কল্যাণপুর *সাতের পাতায় দেখুন*

আলো, আরতি আর ড্রোন শো দীপাবলিতে নজর কাড়বে মাতাবাড়ি

কালের আলো প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩ নভেম্বর।। আর মাত্র কয়েক দিনের অপেক্ষা। এরপরই ত্রিপুরার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় উৎসব ও দীপাবলি মেলাকে কেন্দ্র করে ভক্ত-পুণ্যার্থীদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠবে ৫১ পীঠের অন্যতম পীঠস্থান মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির প্রাঙ্গণ।

এবারের দীপাবলি উৎসব ও মেলায় প্রায় ১০ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম হতে পারে বলে আশা প্রকাশ করেছে গোমতী জেলা প্রশাসন। উৎসবকে সুষ্ঠু, সুন্দর ও নির্বিঘ্নভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসনিক প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। এবারের দীপাবলি মেলায় ধর্মীয় ঐতিহ্যের পাশাপাশি আধুনিক বিনোদনেরও বিশেষ ব্যবস্থা থাকছে। মেলার অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে আয়োজন করা হবে ড্রোন শো। পাশাপাশি তিন দিন ধরে রাজ্যের এবং রাজ্যের বাইরের শিল্পীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মন্দির ও সংলগ্ন এলাকায় থাকবে বর্ণাঢ্য আলোকসজ্জা। এছাড়া কাশী থেকে আগত পণ্ডিতদের দ্বারা মঙ্গল আরতির আয়োজন করা হবে, যা উৎসবের ধর্মীয় আবহকে আরও সমৃদ্ধ করবে। আসন্ন দীপাবলি উৎসব ও মেলাকে সামনে রেখে প্রতিদিন মাতা ত্রিপুরা *সাতের পাতায় দেখুন*

হামলার হুল ঃ রাজনীতির মুখোশ খুলছে বক্সনগর

আইনের ঘরে দশের ঠাঁই

কালের আলো প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৩ নভেম্বর।। সিপাহিজলা জেলার বক্সনগরে বিএসএফ জওয়ানের উপর বর্বরোচিত হামলার ঘটনায় গ্রেফতার ১০ অভিযুক্তকে মঙ্গলবার সোনামুড়া আদালতে পেশ করল পুলিশ। অভিযুক্তদের মধ্যে সাতজন পুরুষকে চার দিনের পুলিশি রিমান্ডে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত। বাকি তিন মহিলা অভিযুক্তকে জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঘটনার পর থেকে বক্সনগর এলাকায় উত্তেজনা ও থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

সীমান্ত সুরক্ষায় নিয়োজিত বিএসএফ জওয়ানের উপর এই হামলার ঘটনায় দেশজুড়ে তীব্র নিন্দার ঝড় উঠেছে। আঞ্চলিক সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে জাতীয় স্তরের সংবাদমাধ্যমেও ঘটনাটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে। সূত্রের খবর, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহাও একাধিক বার্তায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

ঘটনার পর থেকেই বক্সনগরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। বিএসএফ ও পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে গোটা এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। সিপাহিজলা জেলার পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মার নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ, টিএসআর ও বিএসএফ বাহিনী রাতভর একাধিক অভিযান চালিয়ে বক্সনগর ও বিশালগড় থানা এলাকার বিভিন্ন স্থান থেকে আটজনকে গ্রেফতার করে। মঙ্গলবার দিনের বেলায় আরও দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর বিকেল তিনটায় ১০ অভিযুক্তকে সোনামুড়া আদালতে পেশ করা হয়।

পুলিশের পক্ষ থেকে অভিযুক্তদের ছয় দিনের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন জানানো হলেও আদালত সাতজন পুরুষ অভিযুক্তকে চার দিনের পুলিশি রিমান্ড মঞ্জুর করে। তিন মহিলা অভিযুক্তকে জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেয় আদালত।

গ্রেফতারদের মধ্যে বক্সনগর বিধানসভার ১৩ নম্বর বুথের বিজেপি বুথ সভাপতি ফারুক হোসেন এবং কিষাণ মোর্চার মণ্ডল কমিটির সদস্য কবির হোসেন রয়েছেন বলে জানা গেছে। এছাড়া নবগঠিত মণ্ডল যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক তথা আশাবাড়ি পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আল আমিন হোসেনের পরিবারের সদস্যদেরও গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আল আমিনের বড় ভাই প্যারা মিয়া, বৌদি জেসমিন আক্তার, ছোট ভাই রাসেল মিয়া এবং কাকিমা সোকনতারা বেগম।

আল আমিন হোসেন স্থানীয় বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেনের ভাগ্নে বলে জানা গেছে। ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর তিনি সিপিআই(এম) ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন বলে স্থানীয় সূত্রের দাবি। তাঁর বিরুদ্ধে এলাকায় চাঁদাবাজি ও লুটপাটের অভিযোগও উঠেছে। তবে এসব অভিযোগের স্বাধীন সত্যতা এখনও নিশ্চিত নয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রায় এক বছর আগে উত্তর বক্সনগর জামে মসজিদে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় আল আমিন হোসেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল। ওই মামলাটি বর্তমানে সোনামুড়া আদালতে বিচারাধীন। অভিযোগ ছিল, বাৎসরিক ওয়াজ *সাতের পাতায় দেখুন*

সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা

রাজনৈতিক আলোকসজ্জা

আসন্ন নগর সংস্থার নির্বাচনকে সামনে রেখে ত্রিপুরার রাজনৈতিক ময়দানে ক্রমশ চড়ছে উত্তাপ। ভোটের লড়াই এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু না হলেও প্রচারের মঞ্চে চলছে শক্তি প্রদর্শন, অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের পালা। এই আবহে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানী আগরতলায় ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার উদ্যোগে আয়োজিত বিশাল মশাল মিছিল রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। বিরোধীদের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার ও অপপ্রচারের অভিযোগ তুলে মশাল হাতে পথে নেমেছে শাসক শিবির। তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই মিছিলের আলোয় বিরোধীদের অপপ্রচারের অভিযোগ যতটা উজ্জ্বল, ততটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে শাসক দলের নিজেদের রাজনৈতিক বার্তা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা।

আগরতলার শিশু উদ্যানের সামনে থেকে শুরু হওয়া মশাল মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। হাতে জ্বলন্ত মশাল, মুখে রাজনৈতিক স্লোগান এবং সামনে নির্বাচনের লক্ষ্যসব মিলিয়ে রাজধানীর রাজপথে শাসক দলের যুব সংগঠন নিজেদের উপস্থিতি জানান দিয়েছে জোরালোভাবে। মিছিলে যুব মোর্চার রাজ্য নেতৃত্ব ও বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী টিংকু রায় এবং প্রদেশ বিজেপির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মশাল মিছিলের রাজনৈতিক তাৎপর্য এখানেই যে, নির্বাচনের আগে শাসক দল বিরোধীদের প্রচারকে মিথ্যাচার বলে চিহ্নিত করে নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থানকে সত্যের পক্ষে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু রাজনীতির ময়দানে সত্যের দাবিদার হওয়া যত সহজ, সেই সত্যের পক্ষে জনসমর্থনের প্রমাণ দেওয়া ততটাই কঠিন। বিরোধীদের বক্তব্যকে অপপ্রচার বলে দাগিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি নিজেদের কাজের খতিয়ানও যে জনতার সামনে তুলে ধরতে হবে, সেই বাস্তবতা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।

মিছিল প্রসঙ্গে মন্ত্রী টিংকু রায় অভিযোগ করেন, ইন্ডিয়া জোটের অন্তর্ভুক্ত কংগ্রেস, কমিউনিস্টসহ অন্যান্য বিরোধী দল বিভিন্ন ধরনের মিথ্যাচার ও অপপ্রচার চালাচ্ছে। সেই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই যুব মোর্চার পক্ষ থেকে মশাল মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে বলে তিনি জানান। তাঁর দাবি, ত্রিপুরার মানুষ বিরোধীদের এই অপপ্রচার মেনে নেবেন না। রাজ্যবাসী শান্তি, সম্প্রীতি ও উন্নয়ন চান এবং রাজ্য সরকার সেই লক্ষ্যেই কাজ করছে।

তবে রাজনৈতিক বক্তব্যের নিজস্ব এক চিরাচরিত ব্যাকরণ রয়েছে। প্রতিপক্ষকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দেওয়া, নিজেদের উন্নয়নের দাবিকে সামনে রাখা এবং জনতার সমর্থনের কথা ঘোষণা করানির্বাচনের আগে এসব দৃশ্য নতুন নয়। প্রশ্ন হলো, অভিযোগের এই রাজনৈতিক বাজারে সাধারণ ভোটারের বাস্তব সমস্যা কতটা জায়গা পাচ্ছে? শহরের ভাঙাচোরা রাস্তা, নিকাশির দুরবস্থা, পানীয় জলের সংকট, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, যানজট এবং নাগরিক পরিষেবার নানা ঘাটতি কি মশালের আলোয় যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে উঠছে?

নগর সংস্থার নির্বাচন কোনও বিমূর্ত রাজনৈতিক বিতর্কের প্রতিযোগিতা নয়। এটি সরাসরি নাগরিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত। তাই বিরোধীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অভিযোগ তোলার পাশাপাশি শাসক দলকেও নিজেদের প্রতিশ্রুতি ও কাজের হিসাব দিতে হবে। একইভাবে বিরোধীদেরও কেবল অভিযোগের রাজনীতিতে আটকে না থেকে বিকল্প কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরতে হবে। কারণ ভোটাররা শেষ পর্যন্ত স্লোগানের শব্দ নয়, নিজেদের জীবনে পরিবর্তনের প্রতিফলন খুঁজবেন।

বিজেপি যুব মোর্চার মশাল মিছিল নিঃসন্দেহে নির্বাচনের আগে সংগঠনের শক্তি প্রদর্শনের একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা। বিপুল কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতি শাসক দলের সাংগঠনিক সক্রিয়তার বার্তা দিয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক শক্তির প্রকৃত পরীক্ষা রাজপথে মশালের সংখ্যা দিয়ে নয়, ভোটকেন্দ্রে জনতার রায় দিয়েই হয়। মিছিলের উত্তাপ আর ব্যালটের নীরবতাদুইয়ের মধ্যে ব্যবধান যে অনেক সময় বিস্তর, তা রাজনৈতিক ইতিহাস বারবার মনে করিয়ে দিয়েছে।

নির্বাচনের আগে মশাল জ্বালিয়ে বিরোধীদের অপপ্রচারের অন্ধকার দূর করার ডাক দিয়েছে বিজেপি। এখন দেখার বিষয়, সেই মশালের আলোয় নাগরিক সমস্যার অন্ধকার কতটা দূর হয়, আর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির আলো কতটা পৌঁছয় সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায়। কারণ রাজনীতির মঞ্চে আলো জ্বালানো সহজ, কিন্তু মানুষের জীবনে আলো পৌঁছে দেওয়াই আসল পরীক্ষা।

যে সাহিত্য প্রশ্ন তোলে, সমাজ তাকে অস্বস্তিকর মনে করে কেন?





জহিরুল ইসলাম

কক্সবাজার, ৩ নভেম্বর।। একটি সমাজ নিজের সম্পর্কে যে গল্পটি দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছে, সাহিত্য কখনো কখনো সেই গল্পের ভেতরেই এমন কিছু প্রশ্ন রেখে দেয়, যার উত্তর দিতে সমাজ প্রস্তুত থাকে না। যে মানুষকে সমাজ সম্মানিত বলে মেনে নিয়েছে, সাহিত্য তার আচরণের আড়ালে লুকিয়ে থাকা স্বার্থপরতা দেখাতে পারে। যে বিশ্বাসকে প্রশ্নাতীত বলে বিবেচনা করা হয়, সাহিত্য তার ভিত্তি পরীক্ষা করতে পারে। যে বৈষম্যকে মানুষ স্বাভাবিক জীবনব্যবস্থার অংশ ভেবে নিয়েছে, সাহিত্য তার ভেতর থেকে বঞ্চিত মানুষের কণ্ঠস্বর তুলে আনতে পারে। তখন সাহিত্য আর নিছক বিনোদন থাকে না; হয়ে ওঠে আত্মজিজ্ঞাসার আয়না। আর সেই আয়নায় নিজের পরিচিত মুখটি যখন অপরিচিত কিংবা অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে, তখন সমাজ অনেক সময় আয়নাটিকেই অপছন্দ করতে শুরু করে।

প্রশ্ন হলো, সমাজ সাহিত্যের কাছে কী চায়? এমন সাহিত্য, যা তার সৌন্দর্য, ঐতিহ্য ও গৌরবের কথা বলবে, নাকি এমন সাহিত্যও, যা তার অসংগতি, অন্যায়, বৈপরীত্য ও আত্মপ্রবঞ্চনাকে প্রকাশ করবে? সাহিত্য যদি কেবল পরিচিত বিশ্বাসের পুনরাবৃত্তি করে, তাহলে তা পাঠককে সাময়িক আনন্দ দিতে পারে; কিন্তু চিন্তার জগৎকে কতটা প্রসারিত করতে পারে? সাহিত্যের একটি মৌলিক শক্তি হলো, সে পরিচিত বাস্তবতাকে নতুন চোখে দেখতে শেখায়। যে বিষয়কে আমরা এত দিন স্বাভাবিক বলে মেনে এসেছি, সাহিত্য কখনো তার মধ্যেই অস্বাভাবিকতার চিহ্ন খুঁজে পায়।

মানুষের জীবনে বিশ্বাসের প্রয়োজন আছে। বিশ্বাস মানুষকে মানসিক আশ্রয় দেয়, পরিচয় তৈরি করে, অনিশ্চিত পৃথিবীতে স্থিতি খুঁজতে সাহায্য করে। কিন্তু কোনো বিশ্বাস যখন প্রশ্নের ঊর্ধ্বে উঠে যায়, তখন তা চিন্তার সহায়ক না হয়ে চিন্তার সীমারেখা হয়ে উঠতে পারে। একইভাবে সামাজিক রীতি, ঐতিহ্য কিংবা প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ মানুষের সম্মিলিত অভিজ্ঞতার অংশ হলেও সেগুলো সব সময় ন্যায়সংগত বা অপরিবর্তনীয় নয়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের অভিজ্ঞতা বদলায়, নতুন জ্ঞান তৈরি হয়, পুরোনো ধারণার সীমাবদ্ধতা প্রকাশ পায়। সাহিত্য এই পরিবর্তনের ভাষা নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

কিন্তু প্রশ্ন তোলার এই কাজটি সহজ নয়। কারণ মানুষের অস্বস্তির একটি বড় উৎস হলো পরিচিত জগৎ হারানোর আশঙ্কা। দীর্ঘদিন ধরে যে ধারণাকে সত্য বলে বিশ্বাস করা হয়েছে, সাহিত্য যখন তার বিপরীতে অন্য কোনো অভিজ্ঞতা হাজির করে, তখন পাঠক শুধু একটি বক্তব্যের মুখোমুখি হন না; নিজের চিন্তার ভিত্তিরও মুখোমুখি হন। নিজের বিশ্বাসকে সংশোধন করা মানে অনেক সময় নিজের অতীত সিদ্ধান্ত, সামাজিক অবস্থান কিংবা মানসিক নিরাপত্তাকে নতুন করে বিচার করা। এই আত্মসমালোচনার জন্য যে বৌদ্ধিক সততা ও মানসিক সাহস প্রয়োজন, তা সব সময় মানুষের মধ্যে সমানভাবে উপস্থিত থাকে না।

সাহিত্যের সঙ্গে ক্ষমতার সম্পর্কটিও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষমতা শুধু রাষ্ট্রের হাতে থাকে না; পরিবার, সমাজ, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং প্রচলিত সামাজিক মর্যাদার মধ্যেও তার নানা রূপ রয়েছে। যে ব্যবস্থা কোনো নির্দিষ্ট চিন্তা বা আচরণকে স্বাভাবিক বলে প্রতিষ্ঠা করে, সাহিত্য যখন তার বাইরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন তোলে, তখন সেই প্রশ্ন প্রতিষ্ঠিত স্বার্থের জন্য অস্বস্তির কারণ হতে পারে। কারণ প্রশ্নের মধ্য দিয়ে শুধু কোনো ব্যক্তির আচরণ নয়, কখনো পুরো ব্যবস্থার নৈতিক ভিত্তিও আলোচনায় চলে আসে।

জর্জ অরওয়েলের ১৯৮৪ উপন্যাসে ক্ষমতা কীভাবে ভাষা, তথ্য ও ইতিহাস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মানুষের চিন্তার স্বাধীনতাকে সংকুচিত করতে পারে, তার একটি ভয়াবহ কল্পচিত্র পাওয়া যায়। উপন্যাসটির তাৎপর্য কেবল একটি সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের বিবরণে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সত্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করাও এর অন্যতম শক্তি। কারণ যে সমাজে সত্য বলার ভাষা সংকুচিত হয়, সেখানে প্রশ্ন করার ক্ষমতাও ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। সাহিত্য এই সংকোচনের বিরুদ্ধে মানুষের অভিজ্ঞতা ও কল্পনার স্বাধীন পরিসর তৈরি করতে পারে।

বাংলা সাহিত্যেও এই প্রশ্নের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গোরা শুধু ধর্মীয় পরিচয় কিংবা জাতীয়তাবাদের বিতর্ক নয়; মানুষের আত্মপরিচয়, সামাজিক বিভাজন এবং বৃহত্তর মানবিক সত্যের অনুসন্ধানও। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রের আত্মপরিচয়সংক্রান্ত উপলব্ধি তার পূর্ববর্তী বিশ্বাস ও অবস্থানকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। ঘরে-বাইরে উপন্যাসে জাতীয়তাবাদ, ব্যক্তিবিবেক ও রাজনৈতিক আবেগের সম্পর্ক জটিলভাবে উন্মোচিত হয়েছে। আর স্ত্রীর পত্র-এ মৃণাল নিজের অস্তিত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে যে উপলব্ধিতে পৌঁছায়, তা নারীর প্রচলিত সামাজিক অবস্থানকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। রবীন্দ্রনাথ এখানে পাঠককে প্রস্তুত উত্তর দেননি; বরং পরিচিত ধারণার ভেতরে নতুন প্রশ্নের দরজা খুলে দিয়েছেন।

কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যেও প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বৈষম্য, সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও মানুষের মর্যাদাহানির বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী মানবিক প্রতিবাদ রয়েছে। তাঁর সাহিত্য আমাদের মনে করিয়ে দেয়, মানুষের পরিচয়কে সংকীর্ণ বিভাজনের মধ্যে আটকে রাখলে মানবিকতার বৃহত্তর পরিসর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মহাশ্বেতা দেবীর রচনায় প্রান্তিক ও বঞ্চিত মানুষের জীবন যখন সাহিত্যের কেন্দ্রে উঠে আসে, তখন সমাজের প্রচলিত ইতিহাস ও ক্ষমতার ভাষ্যও নতুন করে পরীক্ষা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই সাহিত্যিকেরা কেবল সমাজের ছবি আঁকেননি; সমাজ কোন মানুষকে দৃশ্যমান করে এবং কাকে অদৃশ্য রেখে দেয়, সেই প্রশ্নও সামনে এনেছেন।

তবে একটি বিষয় মনে রাখা জরুরিসমাজের অস্বস্তি হলেই কোনো সাহিত্য উৎকৃষ্ট হয়ে যায় না। ইচ্ছাকৃতভাবে বিতর্ক সৃষ্টি করা, অসত্য তথ্য ছড়ানো কিংবা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতি বিদ্বেষ উসকে দেওয়া সাহিত্যিক স্বাধীনতার সমার্থক নয়। প্রশ্নমুখর সাহিত্যকে হতে হয় সত্যনিষ্ঠ, নান্দনিক ও মানবিক দায়িত্বসম্পন্ন। কোনো ধারণাকে প্রশ্ন করা আর কোনো মানুষের মর্যাদাকে আঘাত করা এক বিষয় নয়। বিশ্বাসের স্বাধীনতা যেমন মানুষের অধিকার, তেমনি বিশ্বাস, প্রতিষ্ঠান ও প্রচলিত ধারণাকে যুক্তির আলোকে পরীক্ষা করার স্বাধীনতাও মানুষের বৌদ্ধিক অধিকারের অংশ। এই দুই স্বাধীনতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাই মুক্ত সমাজের অন্যতম শর্ত।

সাহিত্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো, সে সমাজের সেই অভিজ্ঞতাগুলোকে ভাষা দেয়, যেগুলো সাধারণত প্রকাশের সুযোগ পায় না। পরিবারে অবহেলিত মানুষ, সমাজে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, বৈষম্যের শিকার নারী, অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত মানুষ কিংবা পরিচয়ের সংকটে থাকা ব্যক্তিতাঁদের জীবন ও অনুভূতি সাহিত্যে স্থান পেলে সমাজ নিজের প্রচলিত আত্মপ্রতিকৃতির বাইরে আরেকটি বাস্তবতা দেখতে পায়। এই দেখার অভিজ্ঞতা সব সময় সুখকর হয় না। কারণ অন্যের বঞ্চনা উপলব্ধি করতে গেলে নিজের সুবিধাজনক অবস্থান সম্পর্কেও প্রশ্ন জাগতে পারে। সাহিত্য সেই প্রশ্নের জন্ম দেয়, যদিও তার উত্তর খুঁজে নেওয়ার দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত সমাজেরই।

বর্তমান ডিজিটাল যুগে প্রশ্নমুখর সাহিত্যের সামনে নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোনো লেখা পড়ার আগেই অনেক সময় লেখকের পরিচয়, রাজনৈতিক অবস্থান কিংবা ধর্মীয় বিশ্বাস দিয়ে তার বক্তব্যের বিচার করা হয়। যুক্তির পরিবর্তে পরিচয়, বিশ্লেষণের পরিবর্তে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া এবং পাঠের পরিবর্তে পক্ষ নেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। ফলে জটিল কোনো সাহিত্যিক বক্তব্যকে কয়েকটি বাক্যে সীমাবদ্ধ করে বিতর্ক তৈরি করা সহজ হয়ে উঠেছে। লেখকও কখনো সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে নিজের বক্তব্যকে সংযত বা সংকুচিত করতে পারেন। এই আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রবণতা প্রকাশ্য নিষেধাজ্ঞার মতো দৃশ্যমান নয়, কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে সৃজনশীল স্বাধীনতার জন্য কম বিপজ্জনক নয়।

তবু সাহিত্য ও সমাজকে পরস্পরের প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। সাহিত্য সমাজের বাইরে জন্ম নেয় না; তার ভাষা, চরিত্র, দ্বন্দ্ব, স্বপ্ন ও কল্পনার উপাদান আসে মানুষের জীবন থেকেই। আবার সাহিত্য সমাজকে নিজের জীবন সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবতে সাহায্য করে। এই সম্পর্ক একমুখী নয়। সমাজ সাহিত্যকে প্রভাবিত করে, সাহিত্যও সমাজের চিন্তা ও অনুভূতির পরিসরকে প্রভাবিত করতে পারে। কোনো সাহিত্যিক রচনা তাৎক্ষণিকভাবে সামাজিক পরিবর্তন ঘটাবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু মানুষের উপলব্ধিতে পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি করা, প্রচলিত সত্যের একমাত্রিকতা ভাঙা এবং অদেখা বাস্তবতাকে দৃশ্যমান করা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

একটি সুস্থ সমাজের পরিচয় এই নয় যে সেখানে কোনো বিতর্ক থাকবে না, কেউ কারও বিশ্বাসকে প্রশ্ন করবে না কিংবা সবাই একইভাবে চিন্তা করবে। বরং মতের ভিন্নতা, প্রশ্ন, সমালোচনা ও আত্মসংশোধনের সুযোগ কতটা অবারিত, তার মধ্যেই সমাজের বৌদ্ধিক পরিপক্কতা প্রকাশ পায়। যে সমাজ সমালোচনাকে শত্রুতা মনে করে, সে নিজের ভুল সংশোধনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ বন্ধ করে দেয়। আর যে সমাজ প্রশ্নকে চিন্তার স্বাভাবিক অংশ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে, সে নিজের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার সুযোগও তৈরি করে। সাহিত্যের কাজ সব সময় স্বস্তি দেওয়া নয়; কখনো কখনো স্বস্তির আড়ালে জমে থাকা অসংগতিকে দৃশ্যমান করাও। তবে তার লক্ষ্য মানুষকে অপমান করা নয়, মানুষকে আরও গভীরভাবে চিনতে শেখানো। যে সাহিত্য আমাদের বিশ্বাসকে নাড়িয়ে দেয়, তা হয়তো আমাদের কিছু সময়ের জন্য অস্বস্তিতে ফেলে; কিন্তু সেই অস্বস্তি যদি আত্মজিজ্ঞাসার পথ খুলে দেয়, তবে তা সমাজের জন্য মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে।

শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটি তাই শুধু সাহিত্যের নয়, আমাদের নিজেদেরও। আমরা কি এমন একটি সমাজ চাই, যেখানে সাহিত্য আমাদের পছন্দের কথাগুলোই বলবে, নাকি এমন একটি সমাজ গড়ে তুলতে চাই, যেখানে অপছন্দের প্রশ্নটিও মনোযোগ দিয়ে শোনার সাহস থাকবে? যে সমাজ নিজের সম্পর্কে ওঠা প্রশ্নকে সহ্য করতে পারে না, সে সমাজ নিজের পরিবর্তনের পথ খুঁজে পাবে কীভাবে?

পাখির ছানার জন্য ভাঙা হচ্ছে না দুর্গামণ্ডপ, সুকান্ত স্মৃতি সঙ্ঘের উদ্যোগে মুগ্ধ স্বস্তিকা মুখার্জি

হুগলি,৩ নভেম্বর : পুজো শেষ হলেও এখনও ভাঙা হচ্ছে না দুর্গাপুজোর মণ্ডপ। কারণ, মণ্ডপের ছাদে ঘুঘুর বাসায় রয়েছে সদ্যোজাত ছানা। ছোট্ট পাখিটির নিরাপত্তার কথা ভেবে মণ্ডপ খোলার কাজ পিছিয়ে দিয়েছেন পুজো উদ্যোক্তারা। চুঁচুড়ার সুকান্তনগরের সুকান্ত স্মৃতি সঙ্ঘের এই মানবিক উদ্যোগ ইতিমধ্যেই প্রশংসা কুড়িয়েছে। পুজো কমিটির এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে সমাজমাধ্যমে পোস্ট ভাগ করে নিয়েছেন অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখার্জিও।

এ বছর ৫৩ বছরে পা দিয়েছে সুকান্ত স্মৃতি সঙ্ঘের দুর্গাপুজো। সাঁচি স্তূপের আদলে তৈরি হয়েছিল এবারের মণ্ডপ। ক্লাবের সদস্যরাই নিজেদের উদ্যোগে মণ্ডপসজ্জার কাজ করেছিলেন। পুজোর আগেই মণ্ডপের বাঁশের কাঠামোর দুই প্রান্তে খড়কুটো দিয়ে বাসা তৈরি করতে শুরু করে দুটি ঘুঘু। পরে সিলিং তৈরির সময় দেখা যায়, দুটি বাসায় মোট চারটি ডিম রয়েছে। পাখিদের নিরাপত্তার কথা ভেবে সিলিংয়ে ত্রিপল বা তাঁবু টাঙানোর পরিকল্পনা বাতিল করেন উদ্যোক্তারা। পরিবর্তে বাসার উপরে শুধু পাতলা কাপড় টাঙানো হয়। এরই মধ্যে পেরিয়ে গিয়েছে ঘূর্ণিঝড় অর্ণব। হুগলি জেলায় ঝড়ের প্রভাব তেমন না পড়লেও বৃষ্টি ও দমকা হাওয়া সামলাতে হয়েছে। কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও নিজের বাসা ও ছানাদের ছেড়ে যায়নি ঘুঘুটি। ক্লাবের সদস্যরা নিয়মিত মণ্ডপের সিলিংয়ে উঠে পাখিদের খোঁজখবর রাখছেন। ইতিমধ্যে একটি ঘুঘু তার ছানাকে নিয়ে উড়ে গিয়েছে। অন্য বাসায় এখনও রয়েছে একটি ছোট্ট ছানা। তার শরীরে সদ্য পালক গজাতে শুরু করেছে।

ক্লাবের সদস্যদের কথায়, 'আমরা মানুষ, ওরাও প্রাণী। ওদেরও বাঁচার অধিকার রয়েছে। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে তারা উড়তে না শেখা পর্যন্ত মণ্ডপ খুলব না।'

পুজো কমিটির সম্পাদক প্রণব পাল জানান, জিটি রোডের পাশেই মণ্ডপটি তৈরি হয়েছে। তাই আপাতত মণ্ডপের সামনের রাস্তার দিকের কিছুটা অংশ খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে উপরের ছাদ এখনই খোলা হবে না। ছানাটি বড় হয়ে উড়তে শেখার পরেই মণ্ডপ খোলার কাজ শুরু হবে। সুকান্ত স্মৃতি সঙ্ঘের এই উদ্যোগের প্রশংসা করে অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখার্জি একটি পোস্ট ভাগ করে লেখেন, 'চাইলেই পারা যায়, দেখুন শিখুন। একেই বলে মানুষ হওয়া।'অভিনেত্রীর কাছ থেকে এমন স্বীকৃতি পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই খুশি পুজো কমিটির সদস্যরা।

সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত নিবন্ধ/প্রতিবেদন লেখকদের একান্ত নিজস্ব মতামত। প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় প্রভাবিত হলে তার জন্য কালের আলো-এর সম্পাদক দায়ী নন।

বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ বিতর্ক : রবিঠাকুরের ছবিতে কালি, আত্মপরিচয়ের সংকটেরই বহিঃপ্রকাশ?



নরুল ইসলাম বাবুল

কলকাতা, ৩ নভেম্বর।। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিলেন? সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মাঝেমধ্যেই ফিরে আসে এই প্রশ্ন। কখনো প্রশ্নটির সঙ্গে যুক্ত হয় কবির জমিদারি পরিচয়, কখনো তাঁর বঙ্গভঙ্গবিরোধী অবস্থান, কখনো বা তাঁর হিন্দু পরিচয়। আর এভাবেই একটি ঐতিহাসিক বিতর্ক ধীরে ধীরে বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিচয় নিয়ে সংঘাতের উপাদানে পরিণত হয়। কিন্তু ইতিহাসের বিচার কি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পুনরাবৃত্তি দিয়ে হয়? কোনো অভিযোগ বারবার উচ্চারিত হলেই কি তা সত্য হয়ে ওঠে? প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস যেমন বাংলাদেশের মুসলমান সমাজের শিক্ষাগত আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুক্ত, তেমনই রবীন্দ্রনাথ বাঙালির ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। এই দুই ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে মুখোমুখি দাঁড় করানোর আগে প্রমাণের দিকে তাকানো দরকার।

প্রচলিত অভিযোগ অনুযায়ী, ১৯১২ সালের ২৮ মার্চ কলকাতার গড়ের মাঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিবাদে একটি সভা হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন। কিন্তু এই দাবির পক্ষে নির্ভরযোগ্য সমসাময়িক প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। উল্টো দিকে, রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র ও জীবনের কালানুক্রমিক বিবরণ থেকে জানা যায়, ওই দিন তিনি কলকাতায় নয়, শিলাইদহে ছিলেন। ১৯১২ সালের মার্চে অসুস্থতার কারণে তাঁর ইংল্যান্ডযাত্রা বাতিল হয়। এরপর বিশ্রামের জন্য তিনি শিলাইদহে চলে যান। ২৫ মার্চ সেখান থেকে কাদম্বিনী দত্তকে চিঠি লেখেন। ২৮ মার্চ জগদানন্দ রায়কেও চিঠি লিখেছিলেন শিলাইদহ থেকে। এই চিঠিপত্র ও অন্যান্য কালানুক্রমিক তথ্য রবীন্দ্রনাথের অবস্থান নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কুলদা রায়ের গবেষণামূলক আলোচনা এবং বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমে প্রকাশিত লেখায় এই তথ্যগুলি তুলে ধরা হয়েছে। ফলে ২৮ মার্চের সভায় রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বের দাবিটি প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস হিসেবে গ্রহণ করার যথেষ্ট ভিত্তি নেই। কেউ যদি এই দাবিকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠা করতে চান, তাঁকে তার সমর্থনে নির্ভরযোগ্য দলিল দেখাতে হবে। ইতিহাসের এটাই সাধারণ নিয়ম। এখানে রবীন্দ্রনাথের প্রতি ব্যক্তিগত অনুরাগ বা বিরাগের কোনো ভূমিকা থাকার কথা নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবের বিরোধিতা যে বাস্তব ঘটনা, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের পর পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক ও শিক্ষাগত ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন পরিস্থিতি তৈরি হয়। ১৯১২ সালের জানুয়ারিতে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে মুসলিম নেতাদের প্রতিনিধিদল ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। নবাব সলিমুল্লাহ, নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী এবং এ কে ফজলুল হকের মতো নেতাদের ভূমিকা এই ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অন্যদিকে, কলকাতাকেন্দ্রিক শিক্ষিত সমাজের একাংশ নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব, আর্থিক বরাদ্দ এবং বাংলার রাজনৈতিক ঐক্য নিয়ে উদ্বেগ ছিল তাদের যুক্তির অংশ। তবে বিরোধীদের সকলের বক্তব্য এক ছিল না। কেউ মনে করেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে পূর্ববঙ্গে স্কুল ও কলেজের সংখ্যা বাড়ালে শিক্ষার সুযোগ আরও বিস্তৃত হবে। কেউ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। প্রথম আলোর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষবিষয়ক আলোচনাতেও প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ঘিরে এই জটিলতার উল্লেখ রয়েছে। ইতিহাসকে বুঝতে হলে এই মতপার্থক্যগুলিও স্বীকার করতে হবে। কিন্তু এখানে একটি মৌলিক পার্থক্য মনে রাখা জরুরি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা হয়েছিল, আর রবীন্দ্রনাথ সেই বিরোধিতায় অংশ নিয়েছিলেনএই দুটি এক কথা নয়। তাঁর বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং কলকাতার কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক থেকে তাঁর নামে একটি নির্দিষ্ট ঘটনার দায় চাপানো যায় না। ব্যক্তিগত সম্পর্ক ঐতিহাসিক প্রমাণের বিকল্প হতে পারে না।

২০০০ সালে প্রকাশিত এম এ মতিনের আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারাবাহিকতা এবং প্রাসঙ্গিক কিছু কথা বইয়ের সূত্রে ১৯১২ সালের ২৮ মার্চের সভা ও রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বের দাবি আলোচনায় আসে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন লেখা ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই বক্তব্য পুনরাবৃত্ত হয়েছে। কিন্তু একটি বইয়ে লেখা তথ্যের উৎস কী, তা কোন সমসাময়িক দলিলের ওপর নির্ভরশীল এবং অন্য গবেষণায় তা যাচাই করা হয়েছে কি নাএসব প্রশ্ন না করলে কোনো দাবিকে ইতিহাসের সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। মনোবিজ্ঞানে বা বিশ্বাস-সমর্থক পক্ষপাতের ধারণা রয়েছে। মানুষ অনেক সময় নিজের আগে থেকে তৈরি বিশ্বাসের পক্ষে থাকা তথ্য সহজে গ্রহণ করে, বিপরীত তথ্যকে উপেক্ষা করে। ধর্মীয় পরিচয় বা সম্প্রদায়গত ক্ষোভের সঙ্গে কোনো ঐতিহাসিক দাবি যুক্ত হলে এই প্রবণতা আরও স্পষ্ট হতে পারে। তবে এই ধারণা দিয়ে কোনো নির্দিষ্ট ধর্

কালের আলো
কলকাতা
KALER ALO
PRGI No. TRBEN/25/A0016
Wednesday,
4 November, 2026
বুধবার,
১৮ কার্তিক, ১৪৩৩



৮০১ জন বেকারের হাতে সরকারি চাকরির অফার বিতরণ অনুষ্ঠানে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান।

খরা মোকাবিলায় কেন্দ্র পাশে রয়েছে মহারাষ্ট্রের কৃষকদের আশ্বাস মোদীর

পুনে, ৩ নভেম্বর : মহারাষ্ট্রের খরা কবলিত কৃষকদের বড়সড় আশ্বাসের বাণী শুনিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, রাজ্যের বর্তমান খরা পরিস্থিতি সম্পর্কে কেন্দ্র সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। কৃষকদের এই সংকটজনক অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হবে। এদিন তিনি জানান যে, রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই কৃষকদের অগ্রিম আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে 'পিএম কিষাণ সম্মান নিধি' প্রকল্পের মাধ্যমেও কৃষকদের হাতে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।হিনজেওয়াড়ি-শিবাজী নগর মেট্রো প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত এক সুধী সমাবেশে পুনেতে উপস্থিত হন প্রধানমন্ত্রী। এদিন তিনি নিজের বক্তব্যের শুরুতে মারাঠি ভাষায় ভাষণ দিয়ে সমস্ত মহারাষ্ট্রবাসীকে দীপাবলির প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানান। মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে চলা খরা পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'রাজ্যের খরার বিষয়টি আমার সম্পূর্ণ জানা আছে। রাজ্য সরকার কৃষকদের অগ্রিম সাহায্য দিয়েছে। আমিও 'পিএম কিষাণ'-এর কিস্তির অর্থ পাঠিয়ে দিয়েছি। দেশের অন্নদাতারা, আপনারা একটুও চিন্তা করবেন না।' তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের বিচক্ষণ নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রে জল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু যুগান্তকারী কাজ হয়েছে। তবে পরিবেশগত চ্যালেঞ্জগুলি এখনও বেশ বড় এবং সেগুলি মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকেও সবরকম সাহায্য করা হবে।উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার আহ্বানএদিনের মঞ্চ থেকে দেশবাসীর উদ্দেশে বিশেষ বার্তা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, উৎসবের এই আনন্দমুখর সময়ে সমাজের সেই সমস্ত মানুষের কথা ভুলে গেলে চলবে না, যাঁরা নানা প্রতিকূলতা ও কষ্টের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। উৎসব উদযাপনের পাশাপাশি খরাকবলিত চাষি ভাইদের এবং অন্যান্য অভাবী মানুষদের দিকেও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আবেদন জানান তিনি। সমাজজীবনে পারস্পরিক সহানুভূতি ও সংহতি বজায় রাখার ওপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী।অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল জিষ্ণু দেব বর্মা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহর লাল, মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নিবিশ, উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে ও সুনেত্রা পাওয়ার, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মুরলীধর মোহোল, মন্ত্রী চন্দ্রকান্ত পাতিল, রাজ্য মন্ত্রী মাধুরী মিসাল, পুনের মেয়র মঞ্জুষা নাগপুরে এবং পিম্পরি-চিঞ্চওয়াড়ের মেয়র রবি লাডগে সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।২০৩০ সালের মধ্যে দেশের অন্যতম প্রধান পরিবহণ কেন্দ্র হবে পুনে: ফড়নিবিশঅনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নিবিশ জানান যে, হিনজেওয়াড়ি আইটি পার্কের সঙ্গে যুক্ত হাজার হাজার কর্মীকে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিদিন দীর্ঘক্ষণ ট্রাফিক জ্যামের জেরে ভোগান্তির শিকার হতে হতো। তাই হিনজেওয়াড়ি থেকে শিবাজী নগর পর্যন্ত নতুন মেট্রো পরিষেবা চালুর জন্য মানুষ দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর করকমলে এই মেট্রো পথের উদ্বোধন পুনেবাসীর কাছে এক পরম আনন্দের মুহূর্ত। তিনি জানান যে, কেন্দ্র সরকারের অবিরাম সহযোগিতায় পুনেতে একাধিক বড় মাপের উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই সমস্ত প্রকল্পের হাত ধরেই ২০৩০ সালের মধ্যে পুনে ও পিম্পরি-চিঞ্চওয়াড় অঞ্চলকে দেশের একটি প্রধান পরিবহণ হাব হিসেবে গড়ে তোলার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এর ফলে যাতায়াত যেমন সহজ হবে, তেমনই আইটি, ইলেকট্রনিক্স ও অটোমোবাইল শিল্প আরও গতি পাবে এবং দেশের অর্থনীতিও শক্তিশালী হবে।মহারাষ্ট্রের ১২টি শহরে চলছে মেট্রো প্রকল্পমুখ্যমন্ত্রী ফড়নিবিশ আরও জানান যে, বর্তমানে দেশের বৃহত্তম মেট্রো নেটওয়ার্কটি গড়ে উঠছে মহারাষ্ট্রেই। রাজ্যের মোট ১২টি মহানগরে মেট্রো রেলের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। মেট্রো পরিষেবার এই ব্যাপক সম্প্রসারণের ফলে ওই শহরগুলির অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটবে। তিনি আরও যোগ করেন যে, কেন্দ্র সরকারের জনকল্যাণমূলক নীতিতে সমাজের অন্তিম ব্যক্তির উন্নয়নকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একদিকে যেমন দেশজুড়ে আধুনিক সেতু, রেললাইন, মেট্রো ও ফ্লাইওভারের মতো মেগা পরিকাঠামো তৈরি হচ্ছে, তেমনই অন্যদিকে দরিদ্রতম মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে একাধিক পরিকল্পনা রূপায়ণ করা হচ্ছে। এই সুদূরপ্রসারী প্রচেষ্টার ফলেই দেশজুড়ে দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিশ্বমঞ্চে ভারত এখন পরম সম্মানিত, রফতানিতে ১ ট্রিলিয়ন ডলারের লক্ষ্যমাত্রা

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর : আন্তর্জাতিক কূটনীতি ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে ভারতের ক্রমবর্ধমান প্রভাব তুলে ধরে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল জানিয়েছেন, বিশ্বের যে প্রান্তেই ভারতীয়রা যান না কেন, এখন তাঁরা বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র।

মঙ্গলবার দিল্লির কিরোরিমল কলেজে আয়োজিত 'ইয়াং লিডার্স ডিসকোর্স ফোরাম''-এ অংশ নিয়ে তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক সংকটকালে বিশ্বের পাশে দাঁড়ানোর ঐতিহ্যই ভারতকে এই অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। একই সঙ্গে চলতি আর্থিক বছরে দেশ ১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য ও পরিষেবা রফতানির ঐতিহাসিক মাইলফলক স্পর্শ করার লক্ষ্যে দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে বলেও ঘোষণা করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পীযূষ গোয়েল বলেন, 'এখন আপনারা বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে যান, সসম্মানে গৃহীত হবেন। ধনী দেশ হোক বা স্বল্পোন্নত দেশকঠিন সময়ে ভারত যে তাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল, তা গোটা বিশ্ব মনে রেখেছে এবং স্বীকার করে। কোভিড মহামারীর সময়ে যখন আমরা দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য বিনামূল্যে প্রতিষেধক নিশ্চিত করেছি, পাশাপাশি সারা বিশ্বকে টিকা জুগিয়েছি। ওষুধ সরবরাহ হোক বা যেকোনো দুর্য্যোগে ত্রাণ ও পুনর্বাসনপ্রয়োজনে যে কোনও দেশের পাশে দাঁড়াতে ভারত সর্বদা প্রথম সারিতে থেকেছে।'

দেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির খতিয়ান তুলে ধরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, 'গত বছর আমরা রেকর্ড ৮৬৩ বিলিয়ন ডলারের সামগ্রিক রফতানি করেছি, যা দেশের ইতিহাসে সর্বকালের রেকর্ড। চলতি বছরের এপ্রিল-মে মাসে যখন আমরা নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের চেষ্টা করছিলাম, তখন আইএমএফ-এর পূর্বাভাসে বিশ্ব বাণিজ্য বৃদ্ধির হার ধরা হয়েছিল মাত্র ১.৯ শতাংশ। তবে সম্প্রতি তারা তা সংশোধন করেছে এবং ভারতের শক্তিশালী অর্থনৈতিক পারফরম্যান্সের কারণেই হয়তো সেই পূর্বাভাস সংশোধিত হয়ে এখন প্রায় সাড়ে তিন শতাংশে দাঁড়িয়েছে।'

রফতানি বাণিজ্যের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে তিনি আরও যোগ করেন, 'চলতি বছরের জন্য আমরা ১৬ শতাংশ বৃদ্ধির আশা রেখে ১ ট্রিলিয়ন ডলার রফতানির উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য স্থির করেছিলাম। আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, বিগত মাসগুলিতে আমাদের রফতানি ইতিমধ্যেই ১৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।' ভারতের এই ধারাবাহিক আর্থিক উত্থান যুবসমাজের কর্মসংস্থান ও জাতীয় সমৃদ্ধির পথকে আরও প্রশস্ত করছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

হাওড়ায় বিপ্লব দেবের নেতৃত্বে পদযাত্রা

হুগলি, ৩ নভেম্বর : 'গণতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা হটাও' স্লোগানকে সামনে রেখে মঙ্গলবার হাওড়ার কাজিপাড়া থেকে ময়দান পর্যন্ত পদযাত্রার আয়োজন করা হয়।

রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব দেবের নেতৃত্বে আয়োজিত এই পদযাত্রায় হুগলি ও হাওড়া জেলার হাজার হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

পদযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের হাতে বিভিন্ন স্লোগান ও দলীয় পতাকা দেখা যায়। উদ্যোক্তাদের বক্তব্য, রাজ্যে অরাজকতা বন্ধ এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবিতেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

এই পদযাত্রায় হুগলি জেলার সমস্ত বিধায়ক-সহ বিজেপির বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিজেপি নেতৃত্ব রিঙ্কুও। দুই জেলার বিপুল সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণে পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে।

আধুনিকীকরণ ও প্রযুক্তিনির্ভরতাই ভবিষ্যৎ যুদ্ধের চাবিকাঠি : রাজনাথ সিং

জয়সলমের, ৩ নভেম্বর : ভবিষ্যতের যুদ্ধক্ষেত্রের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকীকরণ, ড্রোন প্রযুক্তি ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ওপর সর্বোচ্চ জোর দিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। মঙ্গলবার রাজস্থানের জয়সলমেরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সংসদীয় উপদেষ্টা কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন তিনি। বৈঠকে সশস্ত্র বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি, অস্ত্র আধুনিকীকরণ এবং দেশীয় প্রতিরক্ষা উৎপাদনের অগ্রগতি নিয়ে বিশদ পর্যালোচনা করা হয়।

বৈঠকের উদ্বোধনী ভাষণে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আজকের এই বৈঠকের মূল লক্ষ্য হলো ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকীকরণ। আধুনিক যুদ্ধকৌশলে ড্রোন, উন্নত ক্ষেপণাস্ত্র এবং এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের ভূমিকা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভবিষ্যতের যে কোনও চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় আমাদের বাহিনীকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও অস্ত্রে প্রস্তুত থাকতে হবে।' আধুনিকীকরণের জন্য আর্থিক সংস্থানের গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি জানান, 'অস্ত্র ও প্রযুক্তির আধুনিকীকরণের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ। বিষয়টি মাথায় রেখে কেন্দ্র সরকার প্রতি বছর ধারাবাহিকভাব আধুনিকীকরণ সংক্রান্ত বাজেট বৃদ্ধি করেছে এবং সেই তহবিলের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করেছে। ২০২৬-২৭ আর্থিক বছরের জন্য ভারতের সামগ্রিক প্রতিরক্ষা বাজেট বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে রেকর্ড ৭.৮৫ লক্ষ কোটি টাকায়। এর মধ্যে সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকীকরণ এবং মূলধনী সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য আলাদাভাবে ২.১৯ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।' ''আত্মনির্ভর ভারত'' অভিযানের আওতায় দেশীয় প্রতিরক্ষা উৎপাদনের অভূতপূর্ব অগ্রগতির পরিসংখ্যান তুলে ধরে রাজনাথ সিং আরও বলেন, এই বাজেট বরাদ্দ কেবল সশস্ত্র বাহিনীর চাহিদাই পূরণ করছে না, বরং ভারতীয় শিল্পক্ষেত্র ও দেশীয় প্রতিরক্ষা উৎপাদনকে অভাবনীয় গতি প্রদান করেছে। ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরে যেখানে দেশের প্রতিরক্ষা উৎপাদন ছিল মাত্র ৪৬,৪২৯ কোটি টাকা, সেখানে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে তা বৃদ্ধি পেয়ে রেকর্ড ১.৭৮ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। প্রতিরক্ষা উৎপাদনে স্বনির্ভরতার পাশাপাশি রপ্তানির ক্ষেত্রেও দেশ ঐতিহাসিক রেকর্ড গড়ছে বলে মন্তব্য করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

সহস্রধারায় দাঁড়িয়ে সব চপার

দেহরাদুন, ৩ নভেম্বর : অসামরিক বিমান পরিবহন নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিজিসিএ-র নতুন নির্দেশিকার প্রতিবাদে টানা দ্বিতীয় দিনেও পুরোপুরি বন্ধ রইল উত্তরাখণ্ডের চারধাম তীর্থযাত্রার সমস্ত চার্টার্ড হেলিকপ্টার পরিষেবা। গত ৩০ অক্টোবর বদ্রীনাথ-দেহরাদুন রুটে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় পাইলট সহ ছয় জনের মৃত্যুর পর প্রতিটি চার্টার বিমানে বাধ্যতামূলকভাবে দু''জন করে পাইলট (কো-পাইলট) রাখার কড়া নির্দেশ জারি করে ডিজিসিএ। নিয়ন্ত্রক সংস্থার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একযোগে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন বেসরকারি হেলিকপ্টার পরিচালনাকারী সংস্থাগুলি।

মঙ্গলবারও রাজ্য রাজধানী দেহরাদূনের প্রধান চার্টার্ড হাব ''সহস্রধারা হেলিপ্যাড''-এ পরিষেবা পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। সেখানে সমস্ত বেসরকারি হেলিকপ্টার টারপলিন দিয়ে ঢেকে গ্রাউন্ডেড অবস্থায় রাখা হয়েছে। ধর্মঘটের জেরে চারধাম যাত্রায় আসা বহু পুণ্যার্থী চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন।

উল্লেখ্য, গত ৩০ অক্টোবর বদ্রীনাথ থেকে ফেরার পথে জোশীমঠের ছায়ি গ্রামের কাছে বেসরকারি সংস্থা 'ট্রান্স ভারত এভিয়েশন''-এর একটি হেলিকপ্টার পাহাড়ি খাদে ভেঙে পড়ে ছয় জনের প্রাণহানি ঘটে। সেই দুর্ঘটনার পরেই বিমান চলাচলের নিরাপত্তা জোরদার করতে জরুরি ভিত্তিতে চালকের পাশাপাশি কো-পাইলট রাখা বাধ্যতামূলক করার নির্দেশিকা জারি করে ডিজিসিএ। তবে বেসরকারি অপারেটরদের দাবি, এক ইঞ্জিনবিশিষ্ট ছোট হেলিকপ্টারগুলিতে পরিকাঠামোগত পরিবর্তন ও হঠাৎ করে অতিরিক্ত পাইলট নিয়োগ করা প্রযুক্তিগত ও আর্থিকভাবে বাস্তবসম্মত নয়।

তপন ঘোষকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও সিপিএমের মধ্যে টানটান উত্তেজনা

খড়গপুর, ৩ নভেম্বর: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতায় ফের রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়ার আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে। সিপিএম নেতা তপন ঘোষকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও সিপিএমের মধ্যে অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ শুরু হয়েছে। বিজেপি বিধায়ক প্রদীপ লোধা অভিযোগ করেছেন যে, তপন ঘোষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গে নিয়ে কথিত 'হারমাদ বাহিনী' তৈরির চেষ্টা করছেন।

প্রদীপ লোধার দাবি, গণতান্ত্রিক উপায়ে পরাজয় স্বীকার করতে না পারার কারণে তপন ঘোষ গড়বেতা দখল করার কথা বলছেন। বিজেপির মতে, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে সংগঠন তৈরির এই তৎপরতার তথ্য গোয়েন্দা বিভাগের কাছেও রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও তপন ঘোষকে নিয়ে কড়া মন্তব্য করেছেন।

প্রদীপ লোধার বক্তব্য অনুযায়ী, বামফ্রন্ট আমলের সময়ে নিহত ২৫ জন বিজেপি কর্মীর পরিবারের সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন রেখেছেন যে, ওই সমস্ত ঘটনার জন্য দায়ী বলে পরিচিত তপন ঘোষ, সুকুর আলী এবং সুশান্ত ঘোষ এখনও পর্যন্ত অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন? মুখ্যমন্ত্রী জনসভা থেকে বলেছেন যে, তপন ঘোষের জেল হওয়া উচিত।

গড়বেতায় বিজেপির প্রভাব ১৯৮৯ সাল থেকে বাড়তে শুরু করেছিল। ১৯৯৮ সালে তৎকালীন জেলা সভাপতি রমাপ্রসাদ তিওয়ারির নেতৃত্বে দলটি গড়বেতা, সানামুড়া, ধাড়িকা এবং শ্যামনগরএই চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতে জয়লাভ করেছিল। পরবর্তীতে রমাপ্রসাদ তৃণমূলে যোগ দেন। তাঁর বক্তব্য, সিপিএমের অত্যাচারের প্রতিবাদেই বিজেপি এখানে আন্দোলন শুরু করেছিল।তৃণমূল কংগ্রেসের ১৫ বছরের শাসনকালে সিপিএমের রাজনৈতিক কার্যকলাপও সীমিত হয়ে পড়েছিল। দলটির অস্তিত্ব মূলত গড়বেতার আঞ্চলিক কার্যালয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং বহু নেতা অন্য শহরে চলে গিয়েছিলেন।

দিঘার সমুদ্রসৈকত এবার হকারমুক্ত নির্দেশিকা জারি প্রশাসনের

কলকাতা, ৩ নভেম্বর : পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রধান পর্যটন কেন্দ্র দিঘাকে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের জন্য আরও মনোরম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তোলার লক্ষ্যে সমুদ্রসৈকত সম্পূর্ণ হকারমুক্ত রাখার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল প্রশাসন। এখন থেকে সমুদ্র সৈকতের মূল বালিয়াড়িতে কোনো হকার দোকান বসাতে বা ঘুরে ঘুরে সামগ্রী বিক্রি করতে পারবেন না। মঙ্গলবার থেকেই এই প্রশাসনিক নির্দেশিকা কড়াকড়িভাবে কার্যকর করা হয়েছে। এর আগে সোমবার রাতে দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের পক্ষ থেকে মাইকিং করে ব্যবসায়ী ও পর্যটকদের এই বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে সতর্ক করা হয়।

প্রশাসনের এই সময়োচিত সিদ্ধান্তকে সানন্দে স্বাগত জানিয়েছেন সাধারণ পর্যটক সহ 'দিঘা-শঙ্করপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর সদস্যবৃন্দ। প্রশাসনিক আধিকারিকদের বক্তব্য, বিগত কিছুদিন ধরে দিঘায় পর্যটকদের সমাগম রেকর্ড হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সৈকতে অবৈধভাবে গজিয়ে ওঠা দোকানের কারণে সাধারণ মানুষের অবাধ চলাচলে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটছিল। মূলত পর্যটকদের সুনির্দিষ্ট সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখেই এই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

পূর্ব মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলাশাসক তথা দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের কার্যকরী আধিকারিক ধুমল প্রতীক অশোক জানান, দিঘায় প্রতিদিনই পর্যটকদের ভিড় দ্রুত বাড়ছে। সমুদ্রসৈকতে ঘোরাফেরা ও যাতায়াতের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছিল বলে একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছিল। আগামী শীতের মরশুমে পর্যটকদের আগমন আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। তাই সৈকতে ভ্রমণার্থীদের মসৃণ যাতায়াত ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরে সৈকতের ওপর হকাররা অস্থায়ী দোকান বানিয়ে খাদ্যদ্রব্য সহ নানা প্লাস্টিক ও স্মারক সামগ্রী বিক্রি করছিলেন। কেনাকাটা ও প্লাস্টিকের পাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর অনেক অসচেতন পর্যটক ব্যবহৃত বর্জ্য ও প্লাস্টিক সৈকতেই ফেলে রেখে যেতেন। এর ফলে সৈকতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও পরিবেশ মারাত্মকভাবে দূষিত হচ্ছিল। প্রশাসনের বিশ্বাস, এই সিদ্ধান্তের ফলে দিঘার সমুদ্রসৈকতকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার ও প্লাস্টিকমুক্ত রাখতে বিশেষ সহায়তা মিলবে।

দিঘা-শঙ্করপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক বিপ্রদাস চক্রবর্তী প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, যেভাবে দিনদিন সৈকতে জবরদখল ও অস্থায়ী দোকান বাড়ছিল, তাতে সাধারণ মানুষ ও পর্যটকদের হেঁটে চলার মতো পরিবেশ ছিল না। প্রশাসনের এই উদ্যোগে দিঘার পর্যটন আরও উন্নত হবে।

অন্যদিকে, রামনগরের বিধায়ক চন্দ্রশেখর মণ্ডল স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, হকারদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রয়েছে। তাঁরা কেবল প্রশাসনের নির্ধারিত নির্দিষ্ট বাজার বা স্থানেই ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন। কিন্তু সমুদ্রসৈকতের বালিয়াড়িতে যেখানে-সেখানে দোকান দেওয়ার কোনো সুযোগ আর দেওয়া হবে না। দ্বিতীয়ত, প্রশাসনিক নির্দেশকে মেনে নেওয়ার কথা জানিয়েছেন স্থানীয় হকার সংগঠনের প্রতিনিধিরাও। তাঁরা জানান, সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁরা এখন থেকে নির্ধারিত নির্দিষ্ট এলাকাতেই নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করবেন। আসন্ন কালীপুজো, বড়দিন এবং ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে দিঘায় বিপুল সংখ্যক পর্যটকের আগমন ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে। ঠিক এমন এক সময়ে সৈকতের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং পর্যটকদের নিরবচ্ছিন্ন চলাচল সুনিশ্চিত করাকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে জেলা প্রশাসন।



দশদিগন্ত



■ ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি লিগ্যাল সেলের সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে মঙ্গলবার দলের রাজ্য কার্যালয়ে।

ঘূর্ণিঝড় মুরাসুর ল্যান্ডফল প্রক্রিয়া সম্পন্ন, অন্ধ্রপ্রদেশের তিন জেলায় জারি রেড অ্যালার্ট

অমরাবতী, ৩ নভেম্বর : ঘূর্ণিঝড় 'মুরাসু' মঙ্গলবার ভোরে দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে আছড়ে পড়েছে। ওঙ্গোলের কাছে এই সাইক্লোনের ল্যান্ডফল বা উপকূলে আছড়ে পড়ার প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ল্যান্ডফলের পর রাজ্যের সার্বিক আবহাওয়ার পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিশাখাপত্তনম আবহাওয়া কেন্দ্র তিনটি জেলার জন্য "রেড অ্যালার্ট" এবং অবশিষ্ট জেলাগুলির জন্য "অরেঞ্জ অ্যালার্ট" জারি করেছে। অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার সকালে ঘূর্ণিঝড়ের বর্তমান অবস্থান ও এর সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেছে।

ভারতের আবহাওয়া বিভাগ (আইএমডি)-র বুলেটিন অনুযায়ী, মঙ্গলবার ভোরে দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় মুরাসু। এরপর ভোর ৩:৩০ থেকে ৫:৩০ মিনিটের মধ্যে নেল্লোর ও নরসাপুরের মধ্যবর্তী ওঙ্গোলের কাছে ল্যান্ডফল প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই সময় ঝড়ের গতিবেগ অত্যন্ত তীব্র ছিল। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে উপকূলীয় অঞ্চলে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ১০০ থেকে ১১০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছায়, আবার কিছু কিছু স্থানে সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ১২০ কিলোমিটার পর্যন্ত রেকর্ড করা হয়েছে।

আবহাওয়া বিভাগ পূর্বাভাসে জানিয়েছে, ল্যান্ডফলের পর ঘূর্ণিঝড়টি উত্তর-উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। মঙ্গলবার দুপুরের মধ্যে এটি কিছুটা দুর্বল হয়ে সাধারণ তীব্রতার ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময় বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৮০ থেকে ৯০ কিলোমিটার থাকতে পারে এবং ঝোড়ো হাওয়ার সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার স্পর্শ করতে পারে। আবহবিদদের মতে, মঙ্গলবার মধ্যরাতের মধ্যে ঘূর্ণিঝড়টি আরও শক্তি হারিয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ঘূর্ণিঝড়ের ল্যান্ডফল চলাকালীন প্রকাশম জেলার কোথাপটনাম বিচ এলাকায় প্রবল ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে একনাগাড়ে ভারী বৃষ্টিপাত শুরু হয়। পাশাপাশি রাজ্যের অন্যান্য উপকূলীয় অংশেও টানা বৃষ্টি চলছে। এই পরিস্থিতিতে এনটিআর জেলার সংগ্রাহক (কানেক্টর) জি লক্ষ্মীশা জানিয়েছেন, জেলায় পরিস্থিতি বর্তমানে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এখনও পর্যন্ত কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা বা বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। পরিস্থিতি পর্যালোচনায় প্রশাসন নিরবিচ্ছিন্ন নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে।

আইএমডি তাদের এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল ৩:৩০ থেকে ৫:৩০ মিনিটের মধ্যে প্রায় ১৫.৫৩ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮০.২২ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশের কাছে দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল অতিক্রম করেছে এই ঘূর্ণিঝড়। অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, গত ছয় ঘণ্টায় গড়ে ৯ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিতে এগোচ্ছিল এই ঝড়। বুলেটিন প্রকাশের সময় এর কেন্দ্রটি ওঙ্গোল থেকে প্রায় ২০ কিমি, বাপটলা থেকে ৬০ কিমি, কাভালি থেকে ৭০ কিমি, নেল্লোর থেকে ১১০ কিমি এবং মছলিপত্তনম থেকে ১৩০ কিমি দূরে অবস্থান করছিল।

ঘূর্ণিঝড়ের তীব্র প্রভাবের কথা মাথায় রেখে স্থানীয় প্রশাসন ও সবকটি বিপর্যয় মোকাবিলা সংস্থাকে হাই অ্যালার্টে রাখা হয়েছে। প্রশাসনিক স্তরে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার এবং আবহাওয়া দপ্তরের দেওয়া সমস্ত নির্দেশিকা কঠোরভাবে মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষকে প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে না বেরোতে এবং ঝড়-বৃষ্টি চলাকালীন নিরাপদ আশ্রয়স্থলে থাকার আর্জি জানানো হয়েছে।

প্রশাসন স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, ঘূর্ণিঝড় উপকূল অতিক্রম করলেও বিপদ এখনও পুরোপুরি কাটেনি। রাজ্যের একাধিক জায়গায় ঝোড়ো হাওয়া ও প্রবল বৃষ্টির দাপট বজায় থাকতে পারে। সেই কারণে সাধারণ মানুষকে বিদ্যুতের খুঁটি, বিপজ্জনক গাছপালা ও বিপজ্জনক কাঠামো থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে নতুন গতি, দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়ি জুড়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে প্রশাসনিক অনুমোদন

শিলিগুড়ি, ৩ নভেম্বর : উত্তরকন্যায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পৌরোহিত্যে মঙ্গলবার বিকেলে আয়োজিত উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকে উত্তরবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। এই সমস্ত নতুন প্রকল্পের আওতায় দার্জিলিং পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্স সহ সমগ্র উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য, পরিবহণ, ক্রীড়া, পর্যটন এবং ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় স্থানগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়নে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয় যে, আগামী ৯ ডিসেম্বর ২০২৭ তারিখে মুখ্যমন্ত্রী কালিম্পং মেডিক্যাল কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন (শিলান্যাস) করবেন। এর পাশাপাশি দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং, মিরিক এবং শিলিগুড়ির সরকারি হাসপাতালগুলির পরিকাঠামো সংস্কার, আধুনিকীকরণ এবং সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের প্রস্তাবেও সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে। সরকারের এই সময়োচিত সিদ্ধান্তের ফলে উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষ স্থানীয় স্তরেই আরও উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে। পরিবহণ পরিকাঠামো উন্নত করতে কার্শিয়াং থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত দীর্ঘ ২১ কিলোমিটার পথ জুড়ে এক বিশাল রোপওয়ে প্রকল্পে প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই পরিবেশবান্ধব প্রকল্পটি চালু হলে পাহাড়ে পরিবহণের বিকল্প মাধ্যম গড়ে ওঠার পাশাপাশি জাতীয় সড়কের ওপর তীব্র যানজটের চাপ বহুলাংশে কমবে এবং দেশি-বিদেশি পর্যটকদের যাতায়াত আরও সহজ ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। ক্রীড়া ক্ষেত্রে পাহাড়ের উদীয়মান প্রতিভাদের তুলে ধরতে বিখ্যাত লেবং গ্রাউন্ডকে একটি পূর্ণাঙ্গ আধুনিক স্টেডিয়াম হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এখানে ক্রীড়াবিদদের জন্য যাবতীয় আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ও প্রশিক্ষণ পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে, যা স্থানীয় যুবসমাজকে খেলাধুলোর জগতে এগিয়ে যেতে বিশেষ অনুপ্রেরণা জোগাবে।এছাড়াও, দার্জিলিংয়ের অত্যন্ত পবিত্র ও ঐতিহাসিক মহাকাল মন্দির প্রাঙ্গণের সৌন্দর্যায়ন, পরিকাঠামোগত সামগ্রিক বিকাশ এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি রাজ্য সরকার পরিচালিত সমস্ত পর্যটন লজ-এর জরুরি সংস্কার ও আধুনিকীকরণেরও কড়া নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পর্যালোচনা বৈঠকে অনুমোদিত এই সমস্ত বহুমুখী প্রকল্পের মাধ্যমে সমগ্র উত্তরবঙ্গে মৌলিক পরিকাঠামোর ব্যাপক প্রসারের পাশাপাশি পর্যটন, কর্মসংস্থান ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অভূতপূর্ব জোয়ার আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। বৈঠকে উপস্থিত জনপ্রতিনিধিরা উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে এই বিশাল উদ্যোগের জন্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, সরকারের এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপগুলির ফলে দার্জিলিং পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবেন।

সোমালিয়া উপকূলে কমান্ডো অভিযান চালিয়ে জলদস্যুদের কবজ থেকে অপহৃত জাহাজ অজিনী উদ্ধার করল ভারতীয় নৌসেনা

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর : সোমালিয়া উপকূলের কাছে ৪৮ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে টানা চালানো এক দুঃসাহসিক অভিযানে কমান্ডো আক্রমণ চালিয়ে সশস্ত্র জলদস্যুদের কবজা থেকে অপহৃত মাছ ধরার জাহাজ "অজিনী"-কে মুক্ত করল ভারতীয় নৌসেনা। জাহাজে থাকা কর্মীদলের (ক্রু) ২০ জন সদস্যকেই সম্পূর্ণ অক্ষত ও সুরক্ষিত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। অত্যন্ত নিখুঁতভাবে পরিচালিত এই অভিযানে নৌসেনার কোনো সদস্য বা জাহাজের কর্মীদের কোনো ক্ষতি হয়নি।

উল্লেখ্য, গত মাসের শুরুর দিকে সোমালিয়ার উত্তর-পূর্ব উপকূলের কাছে একদল সশস্ত্র জলদস্যু মাছ ধরার ওই জাহাজটির নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নেয়। এই হাইজ্যাকিং আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এক বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কারণ আশঙ্কা করা হচ্ছিল জলদস্যুরা এটিকে "মাদার শিপ" (মাঝদরিয়ায় অন্য বাণিজ্য জাহাজে হামলার মূল ঘাঁটি) হিসেবে ব্যবহার করে ভারত মহাসাগরে আরও বড় ধরনের হামলা চালাতে পারে। ঘটনাটির খবর পাওয়ামাত্রই ভারতীয় নৌসেনা আন্তর্জাতিক সীমান্ত ও সমুদ্রে টহলরত একটি যুদ্ধজাহাজকে অবিলম্বে ঘটনাস্থলের দিকে রওনা করে। অভিযানে ভারতীয় বায়ুপোনের বিশেষ সামুদ্রিক নজরদারি বিমানকেও কাজে লাগানো হয়।

নৌসেনার মুখপাত্র ক্যাপ্টেন বিবেক মধওয়াল জানান, জলবায়ু ও ভৌগোলিক চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও যৌথ সমন্বয়ের মাধ্যমে নজরদারি চালিয়ে দ্রুত অপহৃত জাহাজটির অবস্থান চিহ্নিত করা হয় এবং তার গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হয়। ভারতীয় নৌসেনা প্রথমেই জাহাজটিকে পালানোর পথ থেকে রুখে দিতে এবং এর গতিবিধি সীমিত রাখতে এক সুপরিকল্পিত অ-ঘাতক সামুদ্রিক কৌশল অবলম্বন করে। এরপর অত্যন্ত দ্রুততা ও সুসংগঠিত পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতীয় নৌসেনার মারিন কমান্ডোরা কৌশলগত অভিযান চালিয়ে পুরো জাহাজটির নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নেন। অভিযান চলাকালীন ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি সি-১৭ ভারী পরিবহন বিমান থেকে সুনির্দিষ্ট এয়ারড্রপের মাধ্যমে সাগরের বুকে সোজা মারিন কমান্ডোদের অবতরণ করানো হয়। কমান্ডোদের এই বিদ্যুৎগতির আক্রমণের সামনে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয় সশস্ত্র জলদস্যুরা। অবশেষে জলদস্যুদের সমস্ত হুমকি নিষ্ক্রিয় করে জাহাজের ২০ জন ক্রু সদস্যকেই নিরাপদ ও অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

নৌসেনার এই সফল ও সাহসিক অভিযান ভারতীয় নৌসেনার উচ্চতর পেশাদারিত্ব, তাৎক্ষণিক যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং বিভিন্ন সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে আন্তঃসম্পর্কীয় সমন্বয় সাধনকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরেছে। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, পুরো ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ভারত অন্যতম প্রাথমিক সাড়াদানকারী এবং শীর্ষ নিরাপত্তা অংশীদার হিসেবে নিজের প্রতিশ্রুতিতে কতটা অবিচল। ভারতীয় নৌসেনা যেকোনো মূল্যে নাবিকদের জীবনরক্ষা, আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক জলপথের নিরাপত্তা এবং ভারত মহাসাগরে একটি সুরক্ষিত ও স্থিতিশীল সামুদ্রিক পরিবেশ বজায় রাখতে সর্বদা বদ্ধপরিকর।

কাছাড়িরা আদিবাসী, অভিবাসী নন নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিওর বক্তব্যের প্রতিবাদ প্রাক্তন বিধায়ক সমরজিৎ হাফলংবারের

হাফলং , ৩ নভেম্বর : কাছাড়ি জনগোষ্ঠীকে নাগাল্যান্ডের অভিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করার কথিত বক্তব্য ঘিরে নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিওর বিরুদ্ধে সরব হলেন ডিমা হাসাওয়ের প্রাক্তন বিধায়ক সমরজিৎ হাফলংবার। এক বিবৃতিতে তিনি এই বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, কাছাড়িরা নিজেদের পূর্বপুরুষের ভূমিতে অভিবাসী নন। উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রাচীন জনগোষ্ঠী হিসেবে তাঁদের কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস ও ঐতিহ্য রয়েছে। সমরজিৎ হাফলংবারের বক্তব্য, নাগাল্যান্ড রাজ্য গঠনের বহু আগে থেকেই ডিমাপুর ছিল কাছাড়ি রাজ্যের রাজধানী। ডিমাপুরের ঐতিহাসিক প্রস্তরস্তম্ভ, স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন কাছাড়ি রাজত্বের ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে। তাঁর কথায়, ডিমাপুরের ইতিহাস ১৯৬৩ সালে শুরু হয়নি। কোনও নতুন রাজনৈতিক সীমানা কয়েক শতাব্দীর প্রাচীন ইতিহাসকে মুছে দিতে পারে না।

বিবৃতিতে তিনি আরও উল্লেখ করেন, ১৯১৮ সালে রেলপথ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে অসমের পক্ষ থেকে নাগা হিলসকে জমি লিজ দেওয়ার বিষয়টি এবং পরবর্তী সময়ে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক পুনর্গঠনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে ডিমাপুরের বর্তমান অবস্থানের সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর মতে, আদিবাসী পরিচয়কে কেবল বর্তমান রাজ্যের সীমানার নিরিখে বিচার করা উচিত নয়। কাছাড়ি জনগোষ্ঠী, যার মধ্যে ডিমাসা-সহ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীগুলিও রয়েছে, আধুনিক রাজ্যব্যবস্থা গড়ে ওঠার বহু আগে থেকেই এই অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকার সঙ্গে ঐতিহাসিক সম্পর্ক বহন করে আসছে।

একই সঙ্গে নাগা জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র পরিচয়, প্রথাগত আইন ও অধিকারের প্রতি সম্মান জানিয়ে প্রাক্তন বিধায়ক বলেন, একটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষার অর্থ অন্য একটি জনগোষ্ঠীর ইতিহাস ও পরিচয় অস্বীকার করা হতে পারে না।

নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁর আবেদন, কাছাড়িদের অভিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করার বক্তব্য পুনর্বিবেচনা করে স্পষ্টীকরণ দেওয়া হোক। পাশাপাশি ডিমাপুরে কাছাড়ি রাজ্যের ঐতিহাসিক উপস্থিতিকে যথাযথ স্বীকৃতি দেওয়া এবং নাগাল্যান্ডে বসবাসকারী কাছাড়ি জনগোষ্ঠীর মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষিত করার বিষয়েও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

সমরজিৎ হাফলংবার স্পষ্ট করে দিয়েছেন, নাগাল্যান্ডের রাজ্যত্ব কিংবা নাগা জনগোষ্ঠীর অধিকার নিয়ে তাঁদের কোনও প্রশ্ন নেই। তাঁদের আপত্তি কেবল কাছাড়ি জনগোষ্ঠীর ইতিহাস ও পরিচয় অস্বীকার করার প্রবণতার বিরুদ্ধে। উত্তর-পূর্ব ভারতের সমস্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখারও আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

কলকাতা পুরসভায় স্বাস্থ্যকর্মীদের বিক্ষোভ

কলকাতা, ৩ নভেম্বর : পুজোর সময় অতিরিক্ত কাজ করেও প্রতিশ্রুত পারিশ্রমিক না পাওয়ার অভিযোগে কলকাতা পুরসভায় বিক্ষোভ দেখালেন স্বাস্থ্য বিভাগের চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী কর্মীরা। মঙ্গলবার পুরসভার দপ্তরে বিক্ষোভে শামিল হন ওই স্বাস্থ্যকর্মীরা। তাঁদের অভিযোগ, পুজোর সময় অতিরিক্ত কাজ করানোর বিনিময়ে পারিশ্রমিক দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিল পুর কর্তৃপক্ষ। সেই আশ্বাসে তাঁরা নির্ধারিত কাজের পাশাপাশি অতিরিক্ত দায়িত্বও পালন করেন। কিন্তু কাজ শেষ হওয়ার পরও তাঁদের প্রাপ্য টাকা মেলেনি।

বিক্ষোভকারী কর্মীদের দাবি, পুজোর সময় স্বাস্থ্য পরিষেবা সচল রাখতে তাঁরা অতিরিক্ত পরিশ্রম করেছেন। পুর কর্তৃপক্ষের আশ্বাসের ভিত্তিতেই অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনে সম্মত হয়েছিলেন তাঁরা। অথচ দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও সেই কাজের পারিশ্রমিক দেওয়া হয়নি। ফলে আর্থিক সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে তাঁদের। কর্মীদের আরও অভিযোগ, প্রতিশ্রুত টাকা পাওয়ার জন্য বারবার দাবি জানানো হলেও এখনও কোনও সমাধান হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে পুরসভার দপ্তরে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তাঁরা।

দু-বছর আগে লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ন, পেটিস তৈরীর কারখানা বন্ধ করল খাদ্য সুরক্ষা দফতর

দুর্গাপুর, ৩ নভেম্বর : একই ফ্রিজে পশু ও মানুষের খাবার! তাও আবার বাসি পচা খাবার। পনির জমেছে ছত্রাক। এমনই ভয়ঙ্কর ছবি ধরা পড়ল খাদ্য সুরক্ষা বিভাগের অভিযানে। আবার কোথাও দু-বছর আগে লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ন তারপরও বহাল চলছে বাসি দুর্গন্ধে ভরা পেটিস কারখানা। মঙ্গলবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে শিল্পশহর দুর্গাপুরে। মেয়াদ উত্তীর্ন ওই পেটিস কারখানা ও আউটলেট বন্ধ করল খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিকরা।

উল্লেখ্য, রাজ্য সরকার পরিবর্তনের পর খাদ্য সুরক্ষায় জোর দিয়েছে রাজ্যের নতুন সরকার। গত কয়েকমাস ধরে বিভিন্ন হোটেল রেঁস্তোরায় অভিযান শুরু হয়েছে। অভিযানে উঠে আসছে বাসি পচা খাবার। মঙ্গলবার দিনভর দুর্গাপুরের বিভিন্ন হোটেল রেঁস্তোরায় হানা দেয় খাদ্য সুরক্ষা দফতর। এদিন দুর্গাপুরের মুচিপাড়ার একাধিক হোটেলে খাদ্য সুরক্ষা দফতর , দুর্গাপুর নগর নিগম ও পুলিশের যৌথ অভিযান চালায়। হোটেলগুলির রান্নাঘর ও খাবার সংরক্ষণের জায়গায় তল্লাশি চালাতেই একের পর এক অনিয়ম সামনে আসে। হোটেলের রান্নাঘরে থরে থরে সাজানো বাসি, পুরনো ও পচা খাবার! শুধু তাই নয় ফ্রিজের ভেতর রাখা রয়েছে কুকুরের খাবারও। কোথাও ফাঙ্গাস ধরা চিকেন, কোথাও পনিরে ছেয়ে গিয়েছে ছত্রাক। শুধু তাই নয়, উদ্ধার হয়েছে বহুদিনের পুরনো মশলা, বাসি ভাত, বাসি তরকা, চানা মশলা-সহ নানা ধরনের খাবার ও খাদ্যসামগ্রী। খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা হানা দিতেই প্রকাশ্যে ভয়ংকর ছবি। খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের অভিযোগ, হোটেলগুলিতে দীর্ঘদিনের পুরনো খাবার মজুত থাকলেও সেগুলির গায়ে কোনও নির্দিষ্ট তারিখ বা প্রয়োজনীয় ট্যাগ লাগানো ছিল না। কোন খাবার কবে তৈরি হয়েছে, কতদিন ধরে সংরক্ষণ করা হয়েছে, তার কোনও স্পষ্ট হিসাব ছিল না।

ফলে সেই খাবার গ্রাহকদের পরিবেশন করা হলে শিশু থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ, যে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। এখানেই শেষ নয়। মানুষের খাবারের সঙ্গেই রাখা হয়েছিল কুকুরের খাবার।

হোটেলের ম্যানেজারদের কড়া ধমক দেওয়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি মেনে খাবার সংরক্ষণের নির্দেশ দেন আধিকারিকরা। কুকুরের খাবার মানুষের খাবার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা জায়গায় রাখারও নির্দেশ দেন তাঁরা। একই সঙ্গে সিটি সেন্টারে একটি পেটিস আউটলেটে হানা দেয় আধিকারিকরা। সেখানে গিয়ে দেখেন তাদের লাইসেন্স ২০২৪ সালে মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। সেখানে বাসি অসুরক্ষিত পেটিস উদ্ধার হয়। এবং ওই আউটলেট বন্ধ করে দেন আধিকারিকরা। ওই সূত্র ধরে তাদের কারখানায় হাজির হন আধিকারিকরা। সেখানে স্বাস্থ্য বিধিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলছিল পেটিস তৈরী। এমনকি খাবার ছিল দুর্গন্ধ যুক্ত। ওই কারখানাটিও বন্ধ করে দেন আধিকারিকরা।

খাদ্য সুরক্ষা দফতরে দুর্গাপুরের আধিকারিক শুভম ঘোষ জানান,'১৫ টির মত হোটেল রেঁস্তোরায় অভিযান চালানো হয়েছে। অনেক হোটেলে বাসি, পচা ও পুরনো খাবার উদ্ধার করেছি। কুকুরের খাবারও মানুষের খাবারের সঙ্গে রাখা ছিল। সেগুলি যাতে আলাদা করে রাখা হয়, তা জানানো হয়েছে। হোটেলগুলিতে জরিমানাও করা হয়েছে। লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ায় একটি পেটিস কারখানা ও তাদের আউটলেট বন্ধ করা হয়েছে। আগামী দিনে এইভাবে খাবার রাখলে আরও কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।'স্ত্রীর মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে প্রাণে মারার হুমকি, বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র দেখিয়ে ভয় দেখানোর অভিযোগ। এমনকি প্রতারণা করে লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ নেওয়ার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পশ্চিম বর্ধমানের বুদবুদ থানার মানকর এলাকায়। অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেফতার করল পুলিশ।



টুকিটাকি



■ আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ডিওয়াইএফআই-এর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সভার আয়োজন করা হয়েছে মঙ্গলবার।

১৪ দিনে ৯০০ গ্রাম ওজন বৃদ্ধি নবজাতকের বাড়িতে স্বাস্থ্য পরীক্ষা আশা কর্মীদের

কালের আলো প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ৩ নভেম্বর।। নবজাতক ও প্রসূতি মায়েদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সচেতনতামূলক পরিষেবা প্রদান করছে স্বাস্থ্য দপ্তর। এই উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট মহকুমা হাসপাতালের আওতাধীন সাইদাবাড়ি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের অধীন উত্তর কুমারঘাট এলাকায় এক নবজাতকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়।

গত ২ নভেম্বর আশা ফেসিলিটেটর কল্পনা মালাকার ও আশাকর্মী অর্পণা দাস উত্তর কুমারঘাট এলাকার বাসিন্দা ঋতিকা রায়ের বাড়িতে গিয়ে তাঁর নবজাতক কন্যার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। গত ১৯ অক্টোবর একটি বেসরকারি হাসপাতালে কন্যাসন্তানের জন্ম দেন ঋতিকা রায়। জন্মের সময় শিশুটির ওজন ছিল ২ কেজি ৭০০ গ্রাম। জন্মের ১৪ দিন পর স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়িতে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন, শিশুটির ওজন বেড়ে ৩ কেজি ৬০০ গ্রাম হয়েছে। অর্থাৎ ১৪ দিনে শিশুটির ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে ৯০০ গ্রাম।

স্বাস্থ্য দপ্তরের এই উদ্যোগের মাধ্যমে নবজাতকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, পরিচর্যা এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে। পাশাপাশি প্রসূতি মায়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে তাঁদের পুষ্টি, পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে। জন্মের পর প্রথম কয়েক দিন ও সপ্তাহ নবজাতকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে সঠিক পরিচর্যা ও নিয়মিত স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ শিশুমৃত্যুর হার কমাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

বাড়ি পরিদর্শনের সময় আশা ফেসিলিটেটর কল্পনা মালাকার ও আশাকর্মী অর্পণা দাস মায়ের শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। পাশাপাশি শিশুর ওজন, শরীরের তাপমাত্রা এবং সার্বিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। নবজাতকের সঠিক সময়ে টিকাকরণ, জন্মের পর থেকে ছয় মাস বয়স পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো এবং ছয় মাস পূর্ণ হলে বুকের দুধের পাশাপাশি পরিপূরক ও সুষম পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার বিষয়ে মাকে পরামর্শ প্রদান করেন তাঁরা। এছাড়াও নবজাতকের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় যত্নের বিষয়েও সচেতন করা হয়। স্বাস্থ্যকর্মীদের এই বাড়ি পরিদর্শন কর্মসূচি মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ঊনকোটি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছেন।

১৭ নভেম্বর কল্যাণপুরে খোয়াই জেলাভিত্তিক যুব উৎসব, প্রস্তুতি বৈঠক জিলা পরিষদে

কালের আলো প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩ নভেম্বর।। আগামী ১৭ নভেম্বর কল্যাণপুরের লোটাস কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে খোয়াই জেলাভিত্তিক যুব উৎসব। এই উৎসবকে সর্বাঙ্গীণভাবে সফল করে তোলার লক্ষ্যে মঙ্গলবার খোয়াই জিলা পরিষদের কনফারেন্স হলে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে এক প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে উৎসবের আয়োজন, অংশগ্রহণকারীদের নথিভুক্তকরণ এবং বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় নিয়ে আলোচনা হয়। উৎসবকে সফল করে তুলতে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায় (দত্ত)। তিনি বলেন, যুবসমাজের প্রতিভা বিকাশ এবং তাদের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে এই ধরনের উৎসব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই উৎসবের সুষ্ঠু আয়োজন ও সফল বাস্তবায়নে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

প্রস্তুতি বৈঠকে জানানো হয়, খোয়াই জেলার ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সি যুবক-যুবতীরা এই উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। অংশগ্রহণের জন্য প্রত্যেককে 'মাই ভারত' (ধ্রুবস্তম্ভস্থ) পোর্টালে নিবন্ধন করতে হবে। উৎসবে অংশ নিতে আগ্রহীদের আগামী ১২ নভেম্বরের মধ্যে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করার জন্য জানানো হয়েছে।

যুবসমাজের প্রতিভা তুলে ধরা এবং তাদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। উৎসবকে ঘিরে জেলার যুবসমাজের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টির পাশাপাশি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয় বৈঠকে।

এদিনের প্রস্তুতি বৈঠকে জেলা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য পীযূষ কান্তি চৌধুরী, দীপঙ্কর ভট্টাচার্য্য, সুমিত কর, বিশিষ্ট সমাজসেবী সমীর কুমার দাস-সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

দীপাবলি মেলা: উদয়পুরে যানবাহন চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ

কালের আলো প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩ নভেম্বর।। উদয়পুরের মাতাবাড়িতে দীপাবলি মেলা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ৮ নভেম্বর দুপুর ১২টা থেকে উদয়পুরে যানবাহন চলাচলের উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। ১১ নভেম্বর সকাল ৮টা পর্যন্ত এই বিধিনিষেধ বলবৎ থাকবে। গোমতী জেলার পুলিশ সুপারের পক্ষ থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগরতলা থেকে আসা সমস্ত নিয়মিত যাত্রী পরিবহণকারী যানবাহন রাজারবাগ মোটরস্ট্যান্ড পর্যন্ত যেতে পারবে এবং রাজারবাগ মোটরস্ট্যান্ড থেকে পুনরায় আগারতলার দিকে যেতে পারবে, কিন্তু যানবাহনগুলি রমেশ চৌমুহনির দিকে যেতে পারবে না।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগরতলা থেকে যাওয়া বেসরকারি গাড়ি ও রিজার্ভ বাসগুলি রাজারবাগ স্ট্যান্ডে যাত্রী নামিয়ে কেবিআই স্কুলের মাঠে গাড়ি পার্কিং করতে পারবে। ছোট ও বড় যানবাহনগুলির রাজারবাগ মোটরস্ট্যান্ডে স্থান সংকুলান না হলে রমেশ চৌমুহনি হয়ে কেবিআই স্কুল মাঠে রাখতে পারবে। উদয়পুর শহর এবং রমেশ চৌমুহনি থেকে ব্রহ্মাবাড়ি হয়ে শুধুমাত্র প্যাডেল রিক্সা ম্যাচ ফ্যাক্টরি পর্যন্ত যেতে পারবে এবং ত্রিপুরাসুন্দরী স্কুল থেকে ম্যাচ ফ্যাক্টরি পর্যন্ত প্যাডেল রিক্সা যেতে পারবে। যন্ত্রচালিত কোনও প্রকার রিক্সা ঐ স্থান দিয়ে চলাচল করতে পারবে না।

উল্লেখ থাকে যে, পরিস্থিতি বিবেচনা করে ত্রিপুরাসুন্দরী স্কুল এবং ব্রহ্মাবাড়ি থেকে প্যাডেল রিক্সা চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে। মেলাঘর, সোনামুড়া, কাকড়াবন ও তুলামুড়ার দিক থেকে যাওয়া সমস্ত ধরনের যানবাহন পার্কিং করার জন্য কেবিআই স্কুলের মাঠ ব্যবহার করতে পারবে। জরুরিকালীন রাস্তা রমেশ চৌমুহনি হয়ে রাজধরনগর রেল ব্রিজ-উদয়পুর রেলস্টেশন হয়ে মেলা পার্কের জায়গায় পৌঁছাবে। এই রোডে একমাত্র ভিভিআইপি, ভিআইপি এবং অনুমতিপ্রাপ্ত গাড়ি (পাস) চলতে পারবে। তাছাড়া অন্য কোনও ধরনের যানবাহন ০৮-১১-২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা থেকে ১১-১১-২০২৬ তারিখ সকাল ৮টা পর্যন্ত চলাচল করতে পারবে না। মাতাবাড়ি কো-অপারেটিভ গ্রাউন্ড ও মাতাবাড়ি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল গ্রাউন্ডটিকে ভিভিআইপি, ভিআইপিদের গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। অনুমতি প্রাপ্ত গাড়িগুলি রমেশ চৌমুহনি, রাজধরনগর রেল ব্রিজ, উদয়পুর রেলস্টেশন, ব্রাহ্মণ পাড়া হয়ে যাত্রীগণকে মাতাবাড়ি শপিং কমপ্লেক্সের কাছে নামিয়ে রেলওয়ে স্টেশনের সামনের খালি জায়গায় গাড়ি পার্কিং করতে হবে।

রোগী, অগ্নি নির্বাপক দপ্তর, বিদ্যুৎ দপ্তর ও আরক্ষা দপ্তরের গাড়িগুলির জন্য ইমার্জেন্সি রোড ব্যবহার করা যাবে। সাব্রুম, বিলোনীয়া এবং শান্তিরবাজার থেকে দর্শনার্থীদের নিয়ে যাওয়া গাড়িগুলি চন্দ্রপুর কলোনি স্কুলের কাছে দর্শনার্থীদের নামাবে এবং গাড়িগুলি পার্কিং করবে চন্দ্রপুর স্কুল মাঠে। সাব্রুম, বিলোনীয়া এবং শান্তিরবাজারের দিক থেকে আগরতলাগামী গাড়িগুলি পেরাতিয়া বাজার, গঙ্গাছড়া, মগপুষ্করিনী, জামজুরি ফরেস্ট বিট অফিস, রমেশ চৌমুহনি এবং রাজারবাগ হয়ে আগরতলা যাবে।

আগরতলা থেকে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাগামী গাড়িগুলি রমেশ চৌমুহনি, জামজুরি, মুড়াপাড়া, জয়ন্তী বাজার এবং চন্দ্রপুর ভিলেজ বাজার হয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরার দিকে যাবে। অমরপুর, যতনবাড়ি, অম্পির দিক থেকে দর্শনার্থীদের নিয়ে যাওয়া গাড়িগুলি ত্রিপুরাসুন্দরী স্কুলের মাঠে পার্কিং করতে পারবে। অমরপুর, যতনবাড়ি, অম্পির দিক থেকে আগরতলাগামী গাড়িগুলি ধ্বনিসাগরের পশ্চিম পাড় হয়ে ফরেস্ট অফিস হয়ে উদয়পুর নিউ টাউন রোড, সুভাষ ব্রিজ হয়ে আগরতলা যাবে। আগরতলা থেকে যাওয়া গাড়িগুলি উদয়পুর সেন্ট্রাল রোড হয়ে পোল্ট্রি রোড, ত্রিপুরাসুন্দরী স্কুলের পাশ দিয়ে অমরপুরের দিকে যাবে।

উদয়পুর ধ্বনিসাগর ড্রপ গেইট পার হয়ে কোনও গাড়ি মাতাবাড়ির দিকে যেতে পারবে না। উদয়পুর সেন্ট্রাল রোডে ও নিউ টাউন রোডে দুপুর ১২টার পর কোনও মাল গাড়ি লোডিং এবং আনলোডিং করতে পারবে না। রমেশ চৌমুহনি থেকে ব্রহ্মাবাড়ি পর্যন্ত (এনএইচ-৮) কোন প্রকার যানবাহন চলাচল করতে পারবে না। উল্লেখ থাকে, যানবাহন জাতীয় সড়কে উঠতে পারবে না। সকল শ্রমিক সংগঠন থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যায় সেচ্ছাসেবী ব্রহ্মাবাড়ি, রমেশ চৌমুহনি, রাজারবাগ, সুভাষ ব্রিজ, চন্দ্রপুর কলোনি স্কুল, চন্দ্রসাগর ড্রপ গেইট এবং ত্রিপুরাসুন্দরী স্কুল ড্রপ গেইটে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। আগামী ০৮-১১-২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা থেকে ১১-১১-২০২৬ তারিখ সকাল ৮টা পর্যন্ত ব্রহ্মাবাড়ি থেকে চন্দ্রপুর কলোনি পর্যন্ত এনএইচ-৮ (জাতীয় সড়ক)-এর উপর যানবাহন চলাচল করতে পারবে না। রাজারবাগ থেকে সমস্ত অটো এবং মারুতি ভ্যান গাড়ি রমেশ চৌমুহনি হয়ে জগন্নাথ দীঘির পশ্চিম পাড় সেন্ট্রাল রোড হয়ে পশু হাসপাতাল পর্যন্ত আসতে পারবে এবং পশু হাসপাতাল থেকে সমস্ত অটো এবং মারুতি ভ্যান গাড়ি নিউ টাউন রোড জগন্নাথ দীঘির পূর্ব পাড় হয়ে রমেশ চৌমুহনি রাজারবাগ পর্যন্ত যেতে পারবে। যানবাহনের গ্যাস সংগ্রহ করার জন্য ১০টি অটো এবং ৫টি করে ছোট গাড়ি আইএস কর্ণার থেকে সিএনজি স্টেশনের দিকে এনএইচ-৮ (জাতীয় সড়ক)-এর দক্ষিণ দিকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতে পারবে।

১৫ নভেম্বর হেজামারা একলব্য আবাসিক বিদ্যালয়ের ভার্চুয়াল উদ্বোধন, প্রস্তুতি সভা

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। আগামী ১৫ নভেম্বর হেজামারা ব্লকের শরৎ চৌধুরী ভিলেজ কমিটির অন্তর্গত হেজামারা একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের ভার্চুয়াল উদ্বোধন হতে চলেছে। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে সুষ্ঠু, সুন্দর ও সফলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে মঙ্গলবার বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মোহনপুর মহকুমার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক ধৃতি শেখর রায়। সভায় উপস্থিত ছিলেন হেজামারা ব্লকের বিডিও মানস মুরাসিং, জনজাতি কল্যাণ আধিকারিক সুমন দেববর্মা, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক, খুমুলুঙ একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এবং সিপিডব্লিউডি-র প্রতিনিধিরা।

প্রস্তুতি সভায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, বিদ্যুৎ সংযোগ, পানীয় জলের ব্যবস্থা, নিরাপত্তা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের সার্বিক প্রস্তুতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের বিষয়েও আলোচনা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করতে গিয়ে অতিরিক্ত মহকুমা শাসক ধৃতি শেখর রায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে সফল করে তুলতে সকল দপ্তরকে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করা যায়। উল্লেখ্য, একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলগুলি জনজাতি সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা ও আবাসিক শিক্ষার সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে গড়ে তোলা হয়েছে। হেজামারায় এই বিদ্যালয়ের উদ্বোধন স্থানীয় জনজাতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

খোয়াইয়ে ১৫ নভেম্বর জেলাভিত্তিক বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী উদযাপন

কালের আলো প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩ নভেম্বর।। আগামী ১৫ নভেম্বর খোয়াইয়ের চা বাগান হাইস্কুল মাঠে জেলাভিত্তিক ভগবান বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হবে। এই উপলক্ষে দিনভর নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, সাঁওতাল ও অন্যান্য শিল্পীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং খেলাধুলার আয়োজন থাকবে অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ।

জন্মজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানকে সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে মঙ্গলবার খোয়াই জিলা পরিষদের কনফারেন্স হলে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্য্যালয়ের উদ্যোগে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রস্তুতি সভায় সভাপতিত্ব করেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায় (দত্ত)। সভায় উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান নির্মল সূত্রধর, বাগান পঞ্চায়েতের প্রধান সরস্বতী সরকার, পহড়মুড়া পঞ্চায়েতের প্রধান নবমিতা সরকার (বিশ্বাস) সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা।

অনুষ্ঠানকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে বিদ্যালয়ের মাঠে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর এবং স্বসহায়ক দলের পক্ষ থেকে স্টল খোলা হবে। এসব স্টলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বিভিন্ন পরিষেবা ও স্বসহায়ক দলগুলির কার্যক্রম তুলে ধরা হবে। পাশাপাশি বন দপ্তরের উদ্যোগে অনুষ্ঠানের দিন বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে।

ভগবান বিরসা মুন্ডার জীবন, সংগ্রাম ও আদর্শকে স্মরণ করার পাশাপাশি আদিবাসী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরাই এই আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি সভায় একাধিক কমিটি ও উপকমিটি গঠন করা হয়েছে।

জন্মজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গীণ সফল করে তুলতে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

জওয়ানের উপর হামলাকারীদের কঠোর শাস্তির দাবি, সিপাহীজলার এডিএমের কাছে ডেপুটেশন বজরং দল ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের

কালের আলো প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ৩ নভেম্বর।। সেনাবাহিনীর উপর হামলার ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সিপাহীজলা জেলার এডিএমের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করল বজরং দল ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। ডেপুটেশন প্রদানের মাধ্যমে সংগঠন দুটির পক্ষ থেকে সেনাবাহিনীর উপর হামলার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানানো হয়। একই সঙ্গে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সেনাবাহিনীর মর্য্যাদা রক্ষায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়।

ডেপুটেশন প্রদান শেষে বজরং দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক ভারতীয় কখনোই নিজের দেশের সেনাবাহিনীর উপর আক্রমণ করতে পারেন না। সেনাবাহিনীর উপর এ ধরনের হামলাকে তাঁরা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বলে মনে করেন। তাঁদের বক্তব্য, দেশের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সেনা জওয়ানদের উপর হামলা শুধু আইনশৃঙ্খলার অবনতি নয়, বরং দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার প্রতি গুরুতর চ্যালেঞ্জ।

সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়, সেনাবাহিনীর উপর হামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত ও কঠোর আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এদিন বক্তব্যে এনকাউন্টার ও বুলডোজার অ্যাকশনের মতো কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবিও উঠে আসে। এমনকি অভিযুক্তদের পরিবারের সদস্য ও সম্পত্তির বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে।

বজরং দল ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিনিধিরা তাঁদের বক্তব্যে বলেন, বর্তমানে দেশে একটি রাষ্ট্রবাদী সরকার ক্ষমতায় রয়েছে। তাই রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, স্বার্থ ও সেনাবাহিনীর সম্মান রক্ষার বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। সেনাবাহিনীর উপর হামলাকারী এবং রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে দেশপ্রেমিক মানুষের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হতে পারে বলেও তাঁরা মন্তব্য করেন।

এদিন বজরং দলের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়, সেনাবাহিনীর উপর হামলার ঘটনায় অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার সঙ্গে আপস না করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বজরং দলের আগরতলা বিভাগের বিভাগ সংযোজক তথা ত্রিপুরা প্রান্তের শান্তনু রায়।

ধীরে ধীরে শক্তি হারাচ্ছে মুরাসু, এখনও উত্তাল সমুদ্র

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর : তীব্র ঘূর্ণিঝড় "মুরাসু" অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল অতিক্রম করেছে বলে জানাল ভারতীয় আবহাওয়া দফতর। ল্যান্ডফলের সময় ঝড়ের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১০০ থেকে ১১০ কিলোমিটার, যা দমকা হাওয়ার সঙ্গে সর্বোচ্চ ১২০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছায়। মঙ্গলবার দিল্লিতে মৌসম ভবনের মহানির্দেশক ড. মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র ঘূর্ণিঝড়ের গতিপ্রকৃতি ও পূর্বাভাস সংক্রান্ত সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেন।

আবহাওয়া ভবনের ডিজি জানান, উপকূল অতিক্রম করার পর আগামী ১২ ঘণ্টার মধ্যে ঝড়টি ধীরে ধীরে উত্তর-উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে। মঙ্গলবার বিকেলের মধ্যে এটি কিছুটা শক্তি হারিয়ে সাধারণ "ঘূর্ণিঝড়ে" পরিণত হতে পারে এবং মধ্যরাতের মধ্যে আরও দুর্বল হয়ে "গভীর নিম্নচাপে" রূপান্তরিত হবে। এরপর বুধবার সকালের মধ্যে এটি উত্তর উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ ও সংলগ্ন এলাকায় একটি "নিম্নচাপে" পরিণত হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ড. মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র আরও জানান, ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে সমুদ্র এখনও অত্যন্ত উত্তাল রয়েছে। মাঝসমুদ্রে প্রায় ৯ থেকে ১০ মিটার উচ্চতার বিশালাকার ঢেউ আছড়ে পড়ছে। ইতিমধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশের বেশ কিছু এলাকায় সর্বোচ্চ ২২ সেন্টিমিটার পর্যন্ত অতিভারী বৃষ্টিপাত নথিভুক্ত হয়েছে। মঙ্গলবারও মধ্য ও উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশের অধিকাংশ স্থানে বৃষ্টিপাত জারি থাকবে। বেশ কিছু এলাকায় ভারী থেকে অতি ভারী এবং বিচ্ছিন্ন কিছু জায়গায় চরম ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলির প্রসঙ্গে মৌসম ভবনের ডিজি বলেন, 'ঘূর্ণিঝড়ের সর্বাধিক প্রভাব পড়েছে অন্ধ্রপ্রদেশে। গত ২৪ ঘণ্টায় সেখানে চরম ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। ল্যান্ডফলের সময় কৃষ্ণা, বাপাতলা এবং প্রকাশম জেলার নিচু উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে প্রায় ১ থেকে ১.৫ মিটার উচ্চতার জলোচ্ছ্বাস আছড়ে পড়েছে।'

এক হোয়াটসঅ্যাপেই
বিজ্ঞাপন
আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আপনাকে আসতে হবে না। আপনি লিখে পাঠান 'বিজ্ঞাপন দিতে চাই'। আমরা যোগাযোগ করব আপনার সাথে।
হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৮৮৩৭২৬৯৫৫৪
এই নম্বরে
সব পাঠকের প্রিয় দৈনিক
কালের আলো

পার্বতী ত্রিপুরা



■ উদয়পুর পুর পরিষদ নির্বাচনে মিছিল করে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন কংগ্রেস প্রার্থীরা।

বিশ্রামগঞ্জে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড পুড়ে ছাই দুই ফাস্টফুডের দোকান

কালের আলো প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ৩ নভেম্বর।। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গেল দুটি ফাস্টফুডের দোকান। আগুনের লেলিহান শিখায় ভস্মীভূত হয়েছে দোকানের ফ্রিজ, ইনভার্টার, এসি মেশিন, বৈদ্যুতিক পাখা, চেয়ার-টেবিল, দামি আসবাবপত্রসহ রান্নার যাবতীয় সরঞ্জাম। সোমবার গভীর রাতে সংঘটিত এই অগ্নিকাণ্ডে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি গোটা এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাত আনুমানিক আড়াইটে নাগাদ বিশ্রামগঞ্জের জোড়পুকুর রামঠাকুর আশ্রম সংলগ্ন সড়কের পাশে। অগ্নিকাণ্ডে মরণ দেবনাথ ও বাপ্পি দাসের ফাস্টফুডের দোকান দুটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। রাতের অন্ধকারে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় দোকানগুলির কোনও কিছুই রক্ষা করা সম্ভব হয়নি বলে জানা গেছে।

অন্যদিকে, নিজের রেস্টুরেন্টের এই ভয়াবহ পরিণতি দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন দোকানের মালিক চিনামণি দেবনাথ। তাঁর রেস্টুরেন্টের ফ্রিজ, ইনভার্টার, চেয়ার-টেবিল, আসবাবপত্র এবং রান্নার সমস্ত সরঞ্জাম আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, তাঁর প্রায় দুই লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে তিনি জানান।

চিনামণি দেবনাথ ও তাঁর স্বামী বিধুভূষণ দেবনাথ গত তিন বছর ধরে ওই স্থানে রেস্টুরেন্টের ব্যবসা চালিয়ে আসছিলেন। দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে গড়ে তোলা তাঁদের ব্যবসা ও জীবিকার একমাত্র সম্বল রাতারাতি আগুনে ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় পরিবারটি চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে।

হঠাৎ এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। কীভাবে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ এবং মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখা হলে ঘটনার বিস্তারিত চিত্র সামনে আসবে।

গন্ডাছড়ায় কেজ কালচার মাছ চাষে তিন দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু

কালের আলো প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৩ নভেম্বর।। পরিবেশকে দূষণমুক্ত রেখে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কেজ কালচার বা খাঁচায় মাছ চাষের মাধ্যমে কীভাবে কম খরচে অধিক লাভ করা যায়, সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে গন্ডাছড়ায় শুরু হলো তিন দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা। কেজ কালচার ফিশারি রিজার্ভার ম্যানেজমেন্ট এবং রাজ্য মৎস্য দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে গন্ডাছড়া মৎস্য খামারের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মঙ্গলবার এই কর্মশালার শুভ উদ্বোধন হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিএআর, গুয়াহাটি শাখার প্রধান ড. এস কে মাঝি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইসিএআর-এর সিনিয়র বিজ্ঞানী ড. শ্যামল শুক্লদাস, রাজ্য মৎস্য দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর গৌরাঙ্গ চন্দ্র সরকার এবং গন্ডাছড়া মৎস্য খামারের ফিশারি সুপার মদন ত্রিপুরা।

মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে কর্মশালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ড. এস কে মাঝি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন গন্ডাছড়া মৎস্য খামারের ফিশারি সুপার মদন ত্রিপুরা। তিন দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন উপস্থিত অতিথিরা।

এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় মহকুমার বিভিন্ন এডিসি ভিলেজ থেকে শতাধিক মৎস্যজীবী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য হলো মৎস্যজীবীদের আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কেজ কালচার মাছ চাষের বিষয়ে হাতে-কলমে জ্ঞান প্রদান করা। এর মাধ্যমে জলাশয়ের সঠিক ব্যবস্থাপনা, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কীভাবে কম বিনিয়োগে অধিক উৎপাদন ও লাভ নিশ্চিত করা যায়। পাশাপাশি জলাশয়কে দূষণমুক্ত রেখে মাছ চাষের উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখা এবং মাছ চাষের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

মৎস্যজীবীদের আর্থিক স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি এবং মৎস্য চাষকে আরও লাভজনক করে তোলার ক্ষেত্রে এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। আগামী বুধবার কর্মশালার সমাপ্তি ঘটবে।

টাকারজলায় শ্রমিক সংগঠন ‘তাংগুই চানাই বদল’-এর প্রথম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

কালের আলো প্রতিনিধি, টাকারজলা, ৩ নভেম্বর।। জম্পুইজলা মহকুমার টাকারজলায় ক্ষেতমজুর ও শ্রমিক সংগঠন ‘তাংগুই চানাই বদল’-এর প্রথম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করা হয়েছে। ২০২৫ সালের ৩ অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত এই শ্রমিক সংগঠনের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে আজ এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে শ্রমিকদের ঐক্য, সংহতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার বার্তা তুলে ধরা হয়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা, তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সম্মিলিতভাবে কাজ করা এবং শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্য সুদৃঢ় করাই সংগঠনের মূল লক্ষ্য। প্রতিষ্ঠার পর থেকে সংগঠনটি বিভিন্ন পেশার শ্রমিকদের এক ছাতার তলায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সংগঠনের টাকারজলা কমিটির সম্পাদক হানিফ মিয়া জানান, বর্তমানে এই সংগঠনের সঙ্গে রাজমিস্ত্রি, রংমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি-সহ বিভিন্ন পেশার প্রায় ৩০০ জনেরও বেশি শ্রমিক যুক্ত রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বহিরাজ্য থেকে আসা প্রায় ৩০ জন শ্রমিকও রয়েছেন। বিভিন্ন পেশায় যুক্ত শ্রমিকদের একত্রিত করে তাঁদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষায় সংগঠনটি কাজ করে যাচ্ছে।

তিনি আরও জানান, শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা, তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আগামী ২৭ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি বৃহত্তর সভার আয়োজন করা হবে। ওই সভায় শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে।

প্রথম প্রতিষ্ঠা দিবসের এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। আগামী দিনেও শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তাঁদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষায় ‘তাংগুই চানাই বদল’ সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন সম্পাদক হানিফ মিয়া।

খোয়াইয়ে চার ওয়ার্ডে প্রার্থী দিল কংগ্রেস আরও এক ওয়ার্ডে মনোনয়নের প্রস্তুতি

কালের আলো প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩ নভেম্বর।। আসন্ন খোয়াই পৌর পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তৎপরতা ক্রমশ বাড়ছে। ১৫টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত খোয়াই পৌর পরিষদের নির্বাচনে নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি ও রাজনৈতিক উপস্থিতি জানান দিতে ময়দানে নেমেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। এরই মধ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে চারটি ওয়ার্ডে প্রার্থী দিয়ে মনোনয়নপত্র জমা করা হয়েছে। পাশাপাশি আরও একটি ওয়ার্ডে প্রার্থী দিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতৃত্ব।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া প্রার্থীরা হলেন ৩ নম্বর ওয়ার্ডে রুমা ভট্টাচার্য, ৮ নম্বর ওয়ার্ডে নিখিল চক্রবর্তী, ১১ নম্বর ওয়ার্ডে পরিতোষ দাস এবং ১২ নম্বর ওয়ার্ডে রঞ্জিত কুমার বর্ধন। চারটি ওয়ার্ডে প্রার্থী দেওয়ার মধ্য দিয়ে আসন্ন পৌর নির্বাচনে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার চেষ্টা করছে কংগ্রেস। আরও একটি ওয়ার্ডে প্রার্থী দেওয়ার কথা জানানোয় নির্বাচনী লড়াইয়ে দলের প্রার্থীসংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে।

অন্যদিকে, খোয়াই পৌর পরিষদের নির্বাচনে বামপন্থী দল সিপিআইএমও প্রার্থী দেওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। গতকাল সিপিআইএমের পক্ষ থেকে মোট ১৩টি ওয়ার্ডে প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। আজ বাকি দুটি ওয়ার্ডেও দলের পক্ষ থেকে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

ফলে ১৫টি ওয়ার্ডেই প্রার্থী দেওয়ার মাধ্যমে পৌর নির্বাচনে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রস্তুতি নিয়েছে সিপিআইএম।

নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই খোয়াইয়ের রাজনৈতিক মহলে বাড়ছে আলোচনা ও জল্পনা। বিভিন্ন দলের প্রার্থী ঘোষণা, মনোনয়নপত্র জমা এবং নির্বাচনী কৌশল নির্ধারণের মধ্য দিয়ে পৌর নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক আবহ ক্রমশ সরগরম হয়ে উঠছে।

খোয়াই পৌর পরিষদের ১৫টি ওয়ার্ডে শেষ পর্যন্ত কোন দল কতগুলি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং নির্বাচনী প্রচারে কোন দল কতটা জনসমর্থন আদায় করতে পারে, তা নিয়ে এখন থেকেই আগ্রহ তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহল ও সাধারণ ভোটারদের মধ্যে। আগামী দিনে নির্বাচনী লড়াই কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকেই নজর রয়েছে খোয়াইবাসীর।

কুমারঘাটে পুর ভোট : দ্বিতীয় দফায় ৯টি আসনে মনোনয়ন কংগ্রেসের

কালের আলো প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ৩ নভেম্বর।। আসন্ন কুমারঘাট পুর পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্রমশ সরগরম হয়ে উঠছে রাজনৈতিক ময়দান। প্রথম দফায় সিপিআইএমের মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর মঙ্গলবার দ্বিতীয় দফায় নির্বাচনী লড়াইয়ে নামল কংগ্রেস। এদিন দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে পদযাত্রা করে কুমারঘাট মহকুমা শাসক কার্যালয়ে পৌঁছান কংগ্রেস প্রার্থীরা। সেখানে নয়টি আসনের জন্য রিটার্নিং অফিসার তথা মহকুমা শাসকের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন তাঁরা।

আগামী ২৭ নভেম্বর রাজ্যের ২১টি পুরসভা ও নগর পঞ্চায়েতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এর মধ্যে রয়েছে কুমারঘাট পুর পরিষদের ১৫টি আসন। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে প্রার্থী বাছাই, মনোনয়ন জমা এবং প্রচারের প্রস্তুতি জোরদার হচ্ছে। মঙ্গলবার কংগ্রেসের নয়টি মনোনয়ন জমা পড়ায় কুমারঘাটে নির্বাচনী লড়াই আরও গতি পেল।

মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর কংগ্রেস নেতা তরুণ সাহা জানান, নির্বাচনে জয়ী হলে কুমারঘাট পুর এলাকার সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেবে কংগ্রেস। পুর এলাকার নাগরিক পরিষেবা উন্নত করা এবং মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধানে দল কাজ করবে বলে আশ্বাস দেন তিনি। পাশাপাশি পুর এলাকার বিভিন্ন করের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেন। নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়ী হবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন দলের নেতৃত্ব।

এদিকে, কুমারঘাট মহকুমা শাসক কার্যালয়ে এখনও পর্যন্ত জমা পড়া মনোনয়নপত্রের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন রিটার্নিং অফিসার তথা মহকুমা শাসক শুভম মিনা। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার পর্যন্ত মোট ১৪টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। এর মধ্যে প্রথম দফায় সিপিআইএমের পাঁচটি এবং দ্বিতীয় দফায় কংগ্রেসের নয়টি মনোনয়ন জমা পড়েছে। অর্থাৎ, মনোনয়ন জমার প্রাথমিক পর্বে বাম ও কংগ্রেস শিবিরের তৎপরতা চোখে পড়ার মতো।

মনোনয়ন জমাকে কেন্দ্র করে এদিন কুমারঘাট মহকুমা শাসক কার্যালয় ও সংলগ্ন এলাকায় জোরদার করা হয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে মোতায়েন ছিল রাজ্য পুলিশ, ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস (টিএসআর) এবং কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা। নিরাপত্তার ঘেরাটোপে নির্বিঘ্নে মনোনয়ন জমা দেন প্রার্থীরা।

সব মিলিয়ে, কুমারঘাট পুর পরিষদের ১৫টি আসনকে ঘিরে নির্বাচনী প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। মনোনয়ন জমার পরিসংখ্যানে আপাতত সিপিআইএম ও কংগ্রেসের উপস্থিতি স্পষ্ট হলেও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির প্রার্থী তালিকা এবং পরবর্তী নির্বাচনী কৌশলের দিকেও নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহলের। আগামী ২৭ নভেম্বর ভোটের বাক্সে শেষ পর্যন্ত কোন দল কতটা জনসমর্থন আদায় করতে পারে, তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন কুমারঘাটের রাজনৈতিক মহল ও সাধারণ ভোটাররা।

বিএসএফের উপর হামলার প্রতিবাদে কাঠালিয়ায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিক্ষোভ

কালের আলো প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৩ নভেম্বর।। সিপাহীজলা জেলার বক্সনগরের আশাবাড়ি বাজারে বিএসএফ জওয়ানদের উপর হামলা এবং অস্ত্র ছিনতাইয়ের ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার কাঠালিয়া বাণিজ্যিক এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল করল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কাঠালিয়া বাণিজ্যিক এলাকার প্রাণকেন্দ্রে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জেলা নেতৃত্ব অরুণ হালদারের উদ্যোগে আয়োজিত এই বিক্ষোভ মিছিলে সংগঠনের স্থানীয় নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকরা অংশগ্রহণ করেন। কাঠালিয়ায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্থানীয় সংগঠন থাকলেও এদিন জেলা নেতৃত্বের উদ্যোগে সংগঠনের একাংশকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি সংগঠিত করা হয়।

উল্লেখ্য, গত ২ নভেম্বর সোমবার সোনামুড়া মহকুমার বক্সনগরের আশাবাড়ি বাজার এলাকায় পাচারকারীদের হামলার শিকার হন বিএসএফ জওয়ানরা। অভিযোগ, হামলাকারীরা বিএসএফের কাছ থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে যায়। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর উপর এই হামলার ঘটনায় রাজ্যজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদে বিভিন্ন মহল থেকে দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির দাবি উঠেছে।

এদিনের বিক্ষোভ মিছিল থেকে বিএসএফ জওয়ানদের উপর হামলার তীব্র নিন্দা জানানো হয়। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, দিনরাত সীমান্ত পাহারা দিয়ে দেশের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন বিএসএফ জওয়ানরা। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত এই বাহিনীর উপর এমন নৃশংস হামলা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। তাঁদের দাবি, এই ধরনের হামলার সঙ্গে জড়িতদের কঠোরভাবে দমন করতে হবে।

বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেন, হামলাকারীদের সঙ্গে দেশবিরোধী শক্তির যোগসাজশ থাকতে পারে। তাঁদের দাবি, অভিযুক্তদের প্রত্যেককে শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি, যারা এখনও গ্রেপ্তার হয়নি, তাদের অবিলম্বে আটক করার দাবি জানানো হয়।

মিছিল থেকে অভিযুক্তদের বাড়িঘর বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া এবং গ্রেপ্তার না হওয়া অভিযুক্তদের এনকাউন্টারে হত্যার দাবিও তোলা হয়। বিক্ষোভকারীদের স্লোগানে এই দাবিগুলি উঠে আসে। তবে এসব দাবি ছিল বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, প্রশাসনের কোনও ঘোষিত সিদ্ধান্ত নয়।

এদিনের কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জেলা নেতৃত্ব অরুণ হালদার সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দেশের নিরাপত্তা ও সমাজের স্বার্থে সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। বিএসএফের উপর হামলার মতো ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অব্যাহত রাখার উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। বক্সনগরের ঘটনার প্রতিবাদে কাঠালিয়ায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বাণিজ্যিক এলাকায় রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। সীমান্ত নিরাপত্তা এবং বিএসএফের উপর হামলার ঘটনায় দোষীদের দ্রুত বিচারের দাবি আরও জোরালো হয়েছে।

উদয়পুরে কংগ্রেসের মনোনয়ন জমা জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী টিটন পাল

কালের আলো প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩ নভেম্বর।। আগামী ২৭ নভেম্বর রাজ্যের ২১টি নগর সংস্থার নির্বাচন। নির্বাচনকে সামনে রেখে উদয়পুর মহকুমায় রাজনৈতিক তৎপরতা ক্রমশ বাড়ছে। মঙ্গলবার উদয়পুর নগর পরিষদের ২৩টি ওয়ার্ডের মধ্যে বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। মনোনয়ন জমাকে কেন্দ্র করে এদিন কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

মঙ্গলবার দুপুরে জামতলায় কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় থেকে প্রার্থী ও দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে একটি মিছিল বের হয়। বিশাল পুলিশি নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে মিছিলটি মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের সামনে পৌঁছায়। সেখানে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থীরা তাঁদের মনোনয়নপত্র জমা দেন।

মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গোমতী জেলা কংগ্রেস সভাপতি টিটন পাল আসন্ন নগর নির্বাচনে দলের জয়ের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, আগামী ২৭ নভেম্বরের নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীরা জয়ী হবেন বলে তাঁরা আত্মবিশ্বাসী। একই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, উদয়পুর নগর নির্বাচনে সিপিআইএম কিংবা অন্য বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে কংগ্রেসের কোনও নির্বাচনী সমঝোতা হবে না।

নির্বাচনে জয়ী হলে উদয়পুর নগর পরিষদের নাগরিক পরিষেবা উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলে জানান টিটন পাল। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, শহরের জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিভিন্ন ধরনের নগর পরিষদের কর হ্রাস, রাস্তায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা এবং প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

পাশাপাশি শহরের রাস্তাঘাটের উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের নির্বিঘ্ন চলাচল নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে কংগ্রেস। নাগরিকদের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান এবং শহরের পরিকাঠামোগত উন্নয়নকে সামনে রেখেই নির্বাচনী লড়াইয়ে নামছে দলটি।

উদয়পুর নগর পরিষদের ২৩টি ওয়ার্ডে নির্বাচনী লড়াই ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়তে শুরু করেছে। আগামী দিনে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির প্রার্থী তালিকা ও নির্বাচনী প্রচার সামনে এলে এই লড়াই আরও জমে উঠবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

স্ত্রীর মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে অত্যাচার

দুর্গাপুর, ৩ নভেম্বর : স্ত্রীর মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে প্রাণে মারার হুমকি, বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র দেখিয়ে ভয় দেখানোর অভিযোগ। এমনকি প্রতারণা করে লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ নেওয়ার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পশ্চিম বর্ধমানের বুদবুদ থানার মানকর এলাকায়। অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেফতার করল পুলিশ।

অভিযোগে জানা গেছে, ধৃত স্বামীর নাম রাজ সিংহানিয়া। ইতিমধ্যেই তাকে গ্রেফতার করেছে বুদবুদ থানার পুলিশ। মঙ্গলবার তাকে দুর্গাপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক তার জামিন খারিজ করে দেন। অভিযোগকারী মহিলার দাবি, ২০১৯ সালে তাঁদের বাড়িতে ভাড়াটে হিসেবে থাকতে আসেন রাজ সিংহানিয়া। তারপর বাড়ি মালিকের মেয়ে তথা অভিযোগকারীর সঙ্গে বিয়ে হয়। অভিযোগ, প্রথমদিকে সবকিছু স্বাভাবিক থাকলেও কয়েক মাস যেতে না যেতেই শুরু হয় অত্যাচার। এরপর থেকেই বিভিন্নভাবে তাঁকে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করতে শুরু করেন রাজ।

Kaler Alo কালের আলো Kaler Alo
অনলাইন
ব্রেকিং নিউজ, আপডেট নিউজ, লাইভ স্ট্রিমিংয়ে ভিডিও নিউজ দেখতে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেলের সাথে জুড়ুন

হ য ব র ল



■ বিশ্রামগঞ্জের জোড়পুকুর রামঠাকুর আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ফাস্টফুডের দোকান মালিক কান্নায় ভেঙে পড়েন।

প্রাচীন তন্ত্রসাধনার পীঠস্থান- জান বাড়ির আরাধ্য দেবী কালিকা

হাওড়া, ৩ নভেম্বর : মিস্ট্রি এবং হিস্ট্রি! এককথায় এই দুটি শব্দেই ব্যাখ্যা করা চলে হাওড়ার ''জান''বাড়িকে। গত কয়েক শতাব্দী ধরে আগাগোড়া রহস্যে মোড়া হয়েই থেকে গেছে তন্ত্রসাধনার এই প্রাচীন পীঠস্থান। তবে সেসব ছাপিয়েও আদতে এক জলজ্যান্ত ইতিহাসের আখড়া এই ''জান'' কালীবাড়ি।

স্থানীয় ইতিহাস থেকে জানা যায়, নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর এক শাস্ত্রজ্ঞকে প্রায় ২০০ বিঘে নিষ্কর জমি দিয়েছিলেন তৎকালীন হাওড়ার বেলকুলিতে (অধুনা চক্রবেড়িয়া)। শাস্ত্রজ্ঞ-র উত্তরপুরুষ অচ্যুত পঞ্চাননের হাত ধরেই ''জান'' পরম্পরার সূত্রপাত। লোকশ্রুতি, অচ্যুত পঞ্চানন একটি কালীর শিলামূর্তি পেয়ে পুজো শুরু করেন। তাঁর বংশধর রামকুমার ভট্টাচার্য এই মূর্তি নিয়ে চক্রবেড়িয়ায় এসে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

সেসময়ে জ্ঞানী বা সর্বজ্ঞ—শাস্ত্রজ্ঞ বোঝাতে এই ''জান'' উপাধি ব্যবহার করা হতো। ''জান'' শব্দটি জ্ঞান-এর অপভ্রংশ। তৎকালীন রামকুমার থেকে উত্তরপুরুষ রামপ্রসাদ ভট্টাচার্য সবাই 'জান'। সেই থেকেই এই বাড়ির নামকরণ ''জান''বাড়ি। বংশানুক্রমে এই বাড়ির সদস্যরা ক্রমেই হয়ে উঠলেন ভূত (অতীত) ও ভবিষ্যৎ বক্তা। পেশা হিসাবে কোষ্ঠীবিচার, জ্যোতিষচর্চা শুরু করেন এই পরিবারের বংশধররা। সেই পরম্পরা আজও বহমান। যদিও এখন শরিকি টানাপোড়েনে বহুধা বিভক্ত জানবাড়ি। আদি বাড়িটি তলিয়েছে কালের গর্ভে। বর্তমানে হাওড়ার দালালপুকুরের কাছে বেশ কয়েকটি শরিকি বাড়ির একটিতে রয়েছে কালী মন্দির। এঁদের পূর্বপুরুষ অচ্যুত পঞ্চাননের পাওয়া পাথরের সেই ৮ ইঞ্চির কালীশিলাটি প্রথমে একটি বড় মাটির মূর্তি গড়ে প্রতিমার বুকে স্থাপন করা হয়েছিল। মূর্তিটি পরে সিমেন্টের তৈরি করা হয়। দেবীমূর্তি বহুবার বদলালেও কালীশিলাটি প্রতিবারই মূর্তির মধ্যেই স্থাপিত হয়েছে।

এখানে প্রতিদিন দেবীকে ফল-মিষ্টান্ন ভোগ অর্পণ করা হয়। আর প্রতি অমাবস্যা তিথিতে হয় মা কালীর বিশেষ পুজো। ফলহারিণী কালীপুজো ও রটন্তী কালীপুজোও পালিত হয় ধুমধাম করে। আর দীপান্বিতা অমাবস্যাতে হয় এই মন্দিরের বাৎসরিক উৎসব। এই বিশেষ উৎসবের সূচনা হয় ভূতচতুর্দশীর দিন। চলে প্রতিপদ পর্যন্ত।

জানবাড়ির মূল আকর্ষণ পঞ্চমুণ্ডীর আসন। মায়ের মন্দিরের গর্ভগৃহের পাশের একটি ঘরে রয়েছে দেবীর পঞ্চমুণ্ডীর আসন। এখানেই আগে তন্ত্রসাধনা করা হত। কয়েকটি বিশেষ তিথিতেই জনসাধারণ এই পঞ্চমুণ্ডীর আসন দর্শনের সুযোগ পায়। তবে শুধুমাত্র সেইসব বিশেষ তিথিতেই নয়, ''জান''বাড়িতে পুণ্যার্থীদের ভিড় জমে সারাবছরই। ভক্তরা কখনও নিজেদের ভাগ্যবিচারের জন্য, কখনও আবার বিভিন্ন সমস্যার সুরাহার সন্ধানে হত্যে দেন ''জান'' বাড়িতে।

বাবরি মসজিদ নির্মাণের জেদেই অনড় হুমায়ুন, ৬ ডিসেম্বরের অনুষ্ঠানে ৫ লক্ষ জমায়েতের ডাক

বহরমপুর , ৩ নভেম্বর : প্রস্তাবিত ''বাবরি মসজিদ'' নির্মাণের পরিকল্পনা থেকে পিছু হটতে সম্পূর্ণ নারাজ আম জনতা উন্নয়ন পার্টির নেতা হুমায়ুন কবীর। আগামী ৬ ডিসেম্বর মসজিদের মূল নির্মাণকাজ শুরুর জন্য মুর্শিদাবাদে এক বিশাল সমাবেশের ডাক দিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ওই দিন প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষের জমায়েত করার লক্ষ্য নিয়েই তিনি এগোচ্ছেন এবং যাবতীয় বাধা উপেক্ষা করে ২০২৮ সালের ৬ ডিসেম্বর এই মসজিদের দ্বারোদঘাটন করা হবে।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে হুমায়ুন কবীর বলেন, 'হ্যাঁ, এটা সম্পূর্ণ সত্যি। আমি আগেই ঘোষণা করেছিলাম যে ২০২৬ সালের ১ নভেম্বরের মধ্যে যা এই স্থানের নামকরণের ঠিক এক বছর পূর্ণ করবেআমার প্রাথমিক সংকল্প পূরণ হবে। ইতিমধ্যেই জায়গার নামকরণ সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজ দ্রুত গতিতে চলছে; আমি এখন প্রকল্পের দ্বিতীয় বর্ষে প্রবেশ করেছি। আমি ঘোষণা করেছিলাম যে সেদিন এখানে ৫ লক্ষ মানুষ সমবেত হবেন। আমি মানুষকে আসার জন্য লাগাতার আহ্বান জানিয়ে যাব এবং কোনো অবস্থাতেই যাতে আইনশৃঙ্খলার অবনতি না ঘটে, তা নিশ্চিত করব।' পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে তিনি দাবি করেন, 'পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন রাজ্য প্রশাসন ও তাঁর স্বরাষ্ট্র দফতর এই কাজে বহু বাধা সৃষ্টি করেছে। তাদের দাবি ছিল, এখানে ''বাবরি মসজিদ'' তৈরি হলে আইনশৃঙ্খলাজনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে। তারা আমাকে অন্য কোনও নামে মসজিদ তৈরি করার এবং ''বাবরি'' নাম বাদ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু আমি তাতে রাজি হইনি। এটি সমগ্র ভারতের মুসলিম সমাজের কাছে এক চরম আবেগপূর্ণ বিষয়।' দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক স্তরের সমর্থন পাওয়ার দাবি করে তিনি আরও যোগ করেন, 'শুধু ভারত নয়, বাংলাদেশ, ওমান, কাতার, দুবাই এবং সৌদি আরব-সহ বিশ্বের বহু দেশের মুসলিমরা আমাকে নিয়মিত উৎসাহিত করছেন। যতদিন এই পৃথিবীতে বেঁচে আছি, আমি আল্লাহর এই ঘর তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মানুষের দীর্ঘদিনের আবেগ ও দাবিকে সম্মান জানিয়ে আমি ঘোষণা করছি যে, ২০২৮ সালের ৬ ডিসেম্বর এই সম্পূর্ণ মসজিদের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে। ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনায় যে ক্ষোভ ও বেদনা আজও বহু মানুষের মনে রয়েছে, আমি তারই উপশম ঘটানোর চেষ্টা করছি।'

রাহুল প্রধানমন্ত্রী হবেন, অমিত শাহ যাবেন তিহাড় জেলে : সঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ৩ নভেম্বর : কেন্দ্রীয় সরকার ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে সরাসরি নিশানা করে নজিরবিহীন আক্রমণ শানালেন শিবসেনা (ইউবিটি) সাংসদ সঞ্জয় রাউত। মঙ্গলবার মুম্বইয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, আগামী দিনে দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটবে এবং রাহুল গান্ধী দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হবেন, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে তিহাড় জেলে যেতে হবে।

এনসিপি নেতাদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বৈঠক প্রসঙ্গে সঞ্জয় রাউত অভিযোগ করেন, মহারাষ্ট্রকে দুর্বল করার চক্রান্তহিসেবেই দলটিতে বিভাজন তৈরি করেছেন অমিত শাহ। তিনি বলেন, 'মহারাষ্ট্রের ক্ষমতা খর্ব করতেই অমিত শাহ ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টিতে (এনসিপি) দুটি গোষ্ঠী তৈরি করেছেন। তবে খুব দ্রুত উভয় গোষ্ঠীরই রাজনৈতিক অস্তিত্ব সম্পূর্ণ মুছে যাবে। অজিত পওয়ারের পর এনসিপি এখন অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে। এই দল শুধুমাত্র শরদ পওয়ারের, অন্য কারও নয়। ঠিক যেভাবে শিবসেনা একমাত্র উদ্ধব ঠাকরের। বিজেপি-র নির্দেশেই এই সমস্ত নেতারা নিজেদের স্বার্থে দল ভেঙেছেন।'

একই সঙ্গে নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপির গণতন্ত্র রক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচিকে তীব্র কটাক্ষ করেন উদ্ধব শিবিরের এই শীর্ষ নেতা। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবি পুনর্ব্যক্ত করে তিনি বলেন, 'আমরা কোনও আলোচনা চাইছি না, আমরা সরাসরি জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ দাবি করছি। গতকাল তেলঙ্গানায় ''গণতন্ত্র বাঁচাও''-এর নামে যে সমাবেশ করেছে বিজেপি, তা আদতে গণতন্ত্রের হত্যাকারীদেরই এক আয়োজন। আসল প্রশ্ন হলো, তারা ঠিক কার হাত থেকে গণতন্ত্রকে বাঁচাতে চাইছে?'

দক্ষিণ অন্ধ্র উপকূলে আছড়ে পড়ল মুরাসু

ওঙ্গোল ও অমরাবতী, ৩ নভেম্বর : দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে শুরু হয়ে গেল তীব্র ঘূর্ণিঝড় ''মুরাসু''-র ল্যান্ডফল বা আছড়ে পড়ার চূড়ান্ত প্রক্রিয়া। মঙ্গলবার সকালে প্রবল শক্তি নিয়ে অন্ধ্রের উপকূলীয় জেলা প্রকাশমের ওঙ্গোল সংলগ্ন কোঠাপটনম সৈকত এলাকায় আছড়ে পড়তে শুরু করে এই সাইক্লোন। ল্যান্ডফলের প্রভাব শুরু হতেই উপকূলজুড়ে শুরু হয়েছে অতি ভারী বৃষ্টিপাত এবং চরম গতিসম্পন্ন বিধ্বংসী ঝোড়ো হাওয়া। কোঠাপটনম গ্রামের উপকূলে দানবীয় ঢেউ আছড়ে পড়ে সমুদ্র চরম উত্তাল আকার ধারণ করেছে।

ঘূর্ণিঝড় ''মুরাসু''-র ল্যান্ডফলের প্রত্যক্ষ প্রভাবে দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশের পার্শবর্তী জেলাগুলিতেও প্রবল দুর্যোগ শুরু হয়েছে। বাপাতলার সুরিয়ালঙ্কা রোডের কাছে প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া ও ভারী বৃষ্টির জেরে বড় গাছ উপড়ে পড়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। খবর পেয়ে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর জওয়ানরা গাছ কেটে রাস্তা পরিষ্কার ও যান চলাচল স্বাভাবিক করার কাজে হাত লাগান। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে গুন্টুর শহরেও শুরু হয়েছে একটানা ভারী বৃষ্টি ও তীব্র দমকা হাওয়া। ঝোড়ো বাতাসের দাপটে শহরের জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং একাধিক নিচু এলাকায় জল জমতে শুরু করেছে।

ওঙ্গোলের কোঠাপটনম সৈকতে ল্যান্ডফলের মূল প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় উপকূলীয় অঞ্চলে বাতাসের তীব্র গর্জন ও দৃশ্যমানতা কমে গিয়ে দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। উপকূলবর্তী জেলাগুলির ঝুঁকিপূর্ণ ও নিচু এলাকা থেকে সাধারণ মানুষকে ইতিমধ্যেই নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রে সরিয়ে নিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন।

স্বচ্ছ পুর

● আটের পাতার পর

সিপিআই(এম)। দলীয় প্রার্থীরা কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের সঙ্গে জনসংযোগ শুরু করেছেন।

এদিন আগরতলা পুর নিগমের ১২ নম্বর ওয়ার্ডে সিপিআই(এম) মনোনীত প্রার্থী কাজল রেখা শিং বাড়ি বাড়ি প্রচারে বের হন। এই প্রথম নগর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে প্রচারে উপস্থিত ছিলেন বাম নেতৃত্ব শংকর প্রসাদ দত্ত-সহ অন্যান্য দলীয় কর্মী-সমর্থকরা।

প্রচারে বেরিয়ে কাজল রেখা শিং জানান, এলাকার বাসিন্দাদের কাছ থেকে তিনি ব্যাপক সাড়া পাচ্ছেন। তাঁর দাবি, সাধারণ মানুষ দুর্নীতিমুক্ত ও স্বচ্ছ পুর নিগম প্রশাসন চান। নাগরিক পরিষেবা উন্নত করার পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশাও রয়েছে তাঁদের মধ্যে।

সিধাই-মোহনপুর-সহ বিভিন্ন এলাকায় বাম প্রার্থীদের বাড়িঘরে হামলার অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''বাড়ি বাড়ি হামলার কাজটাই বিজেপি ভালো করতে পারে।'' তাঁর বক্তব্য, এই ধরনের পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতেই মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তাঁদের প্রত্যাশা পূরণের সুযোগ খুঁজছেন বলেও দাবি করেন তিনি।

অন্যদিকে, আগরতলা পুর নিগমের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে সিপিআইএম মনোনীত প্রার্থী উমা চন্দও মঙ্গলবার বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচার শুরু করেন। ওই ওয়ার্ডের প্রাক্তন কর্পোরেটর হওয়ায় এলাকায় তাঁর পরিচিতি রয়েছে। এদিন তাঁর সঙ্গে প্রচারে ছিলেন বাম নেতৃত্ব অমল চক্রবর্তী-সহ অন্যান্য কর্মী-সমর্থকরা।

নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই বিভিন্ন ওয়ার্ডে রাজনৈতিক দলগুলির প্রচার তীব্র হচ্ছে। বাড়ি বাড়ি জনসংযোগের মাধ্যমে ভোটারদের মন জয়ের চেষ্টা চালাচ্ছেন প্রার্থীরা।

বাংলাদেশে

● দুয়ের পাতার পর

পারেন, তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানের সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। একই অধিকার হিন্দু পাঠকেরও রয়েছে। কিন্তু ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে কোনো সাহিত্যিককে আগেভাগেই প্রত্যাখ্যান করা হলে পাঠের স্বাধীনতা সংকুচিত হয়। নতুন প্রজন্মের কাছে এই কথাটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা ভাষায় কথা বলা মানেই একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় পরিচয় গ্রহণ করা নয়।

কৃষি প্রকল্পের

● আটের পাতার পর

অধীনে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কাজও চলছে। এই প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতি সরেজমিনে পর্যালোচনা করতেই তিনি ত্রিপুরা সফরে এসেছেন।

তিনি জানান, কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিতে কত অর্থ ব্যয় হচ্ছে, এখনও পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি কতটা এবং প্রকল্পগুলি বাস্তবে কতটা কার্যকর হচ্ছে, সেসব বিষয় তিনি নিজের চোখে খতিয়ে দেখবেন। শুধু দফতরীয় তথ্যের উপর নির্ভর না করে মাঠপর্যায়ে গিয়ে প্রকল্পের কাজের বাস্তব পরিস্থিতি পর্যালোচনা করাই তাঁর সফরের অন্যতম উদ্দেশ্য।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী আরও জানান, রাজ্য সফরকালে তিনি ত্রিপুরার বিভিন্ন জেলা পরিদর্শন করবেন। সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করার পাশাপাশি কৃষি প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেবেন। তাঁর এই সফরকে ঘিরে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দফতরের বিভিন্ন স্তরে প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় কৃষি প্রকল্পগুলির কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনার পাশাপাশি রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক উদ্যোগগুলির বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা নেওয়ারও সুযোগ তৈরি হবে এই সফরে।

অভিযোগ

● আটের পাতার পর

আবেদন জানিয়েছেন রঞ্জিত দেববর্মা। অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানিয়েছেন তিনি।

বিধায়কের এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরা পুলিশ প্রশাসনের সিকিউরিটি উইংয়ের ভূমিকা নিয়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তবে অভিযোগগুলির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিক বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। অভিযোগের সত্যতা যাচাই এবং প্রশাসনের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় রয়েছে সংশ্লিষ্ট মহল।

সত্যের

● আটের পাতার পর

দিনের আয়োজন। কিন্তু ইতিহাস ভুলবে না, কারা সত্যের পাশে দাঁড়িয়েছিল, আর কারা মিথ্যার পাত পেড়ে বসেছিল।কারণ মিথ্যার উৎসব সাময়িক হতে পারে, কিন্তু সত্যের বিচার একদিন না একদিন হয়ই।

গর্জন

● প্রথম পাতার পর

বক্তব্য, ত্রিপুরায় উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিধি আরও সম্প্রসারিত হবে। এর ফলে রাজ্যের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়বে এবং স্বাভাবিকভাবেই জিএসটি সংগ্রহের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে।

পাচার রোধ, কর ফাঁকি বন্ধ এবং উৎপাদন ও বাণিজ্যের প্রসারের মাধ্যমে রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তি আরও মজবুত করার লক্ষ্যে প্রশাসন কাজ করছে বলে জানান তিনি।

মহিমা

● প্রথম পাতার পর

দেখা যাচ্ছে, এবারের তালিকায় প্রায় আট থেকে দশজন নতুন মুখ স্থান পেয়েছেন। বাকি প্রার্থীদের নাম ঘোষণার পর এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

এদিকে, তিপ্রা মথার সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা প্রসঙ্গে অভিষেক দেবরায় জানান, ত্রিপুরা জুড়ে তিনটি আসন তিপ্রা মোথাকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি। তবে কোন কোন আসনে এই সমঝোতা হয়েছে, তা প্রকাশ করতে চাননি তিনি।

আগরতলা পুর নিগমের ৫১টি ওয়ার্ডে নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক তৎপরতা ক্রমশ বাড়ছে। প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর এবার মনোনয়ন জমা এবং প্রচারপর্বকে কেন্দ্র করে শহরের নির্বাচনী আবহ আরও সরগরম হয়ে উঠবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

আইনের

● প্রথম পাতার পর

মাহফিলে বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেনকে আমন্ত্রণ না জানানোর কারণে মসজিদে হামলা চালানো হয়েছিল। তবে এই অভিযোগের সত্যতা আদালতে প্রমাণিত হয়নি।

উল্লেখ্য, বিএসএফ জওয়ানের উপর হামলার ঘটনাস্থল ওই মসজিদ থেকে প্রায় ৩০০ মিটার উত্তরে। এই দুই ঘটনার মধ্যে কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা তদন্তসাপেক্ষ।

ঘটনার একাধিক ভিডিও ফুটেজ সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ফুটেজে রাসেল মিয়াকে বিএসএফ জওয়ানকে মারধর, গাড়ি ভাঙচুর এবং জওয়ানের অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় দেখা গেছে বলে অভিযোগ। পরে অস্ত্রটি উদ্ধার করে বক্সনগর প্রেস ক্লাবের এক সাংবাদিক বিএসএফ-এর হাতে তুলে দেন বলে জানা গেছে।

এছাড়া বিএসএফ জওয়ানের গাড়ি থেকে মোবাইল ফোন চুরির অভিযোগও উঠেছে। পুলিশ ইতিমধ্যে মোবাইলটি উদ্ধার করেছে। অভিযোগ, রাসেল মিয়া মোবাইলটি তাঁর ভাই আল আমিন হোসেনের কাছে রেখেছিলেন। ঘটনার প্রায় ৩০ ঘণ্টা পর আল আমিন হোসেন কলমচৌড়া থানায় মোবাইলটি জমা দেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

গ্রেফতার হওয়া লাভলী আক্তারকেও ভিডিও ফুটেজে লাঠি দিয়ে বিএসএফ জওয়ানকে আঘাত করতে দেখা গেছে বলে অভিযোগ। তাঁর বাংলাদেশি পরিচয় এবং জাল নথি ব্যবহার করে ভারতে বসবাসের অভিযোগও স্থানীয়দের একাংশ তুলেছেন। তবে এই অভিযোগগুলির সত্যতা পুলিশি তদন্তে যাচাই করা প্রয়োজন।

ঘটনার পর স্থানীয় মহলে বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ, ঘটনার দিন হামলাস্থল থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে তিনি একটি দলীয় বুথ অফিস উদ্বোধন করেছিলেন। এত কাছে ঘটনা ঘটলেও তিনি কোনও খোঁজখবর নেননি বলে স্থানীয়দের একাংশের দাবি।

এমনকি ঘটনার পর বিধায়ক তাঁর ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে অভিযুক্তদের আরও মারধর করা উচিত ছিল বলে মন্তব্য করেছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। তবে এই বক্তব্যের সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি। বিধায়কের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বক্সনগরবাসীর দাবি, বিএসএফ জওয়ানের উপর হামলার ঘটনায় প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক স্তরে নিরপেক্ষ তদন্ত করা হোক এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা হোক। ঘটনার প্রতিবাদে বিভিন্ন সংগঠনও পথে নেমে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগের দাবি জানিয়েছে।

পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘটনার সঙ্গে জড়িত বাকি অভিযুক্তদের গ্রেফতারের জন্য অভিযান অব্যাহত রয়েছে। তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে আরও তথ্য সামনে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আঁচড়

● প্রথম পাতার পর

গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

মশাল মিছিল প্রসঙ্গে মন্ত্রী টিংকু রায় অভিযোগ করেন, ইন্ডিয়া জোটের অন্তর্ভুক্ত কংগ্রেস, কমিউনিস্টসহ অন্যান্য বিরোধী দল বিভিন্ন ধরনের মিথ্যাচার ও অপপ্রচার চালাচ্ছে। বিরোধীদের এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই যুব মোর্চার পক্ষ থেকে মশাল মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

মন্ত্রী দাবি করেন, ত্রিপুরার মানুষ বিরোধীদের এই অপপ্রচার মেনে নেবেন না। রাজ্যবাসী শান্তি, সম্প্রীতি ও উন্নয়ন চান। সেই লক্ষ্যেই রাজ্য সরকার কাজ করে চলেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

নগর সংস্থার নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলির প্রচার ও কর্মসূচি জোরদার হচ্ছে। বিজেপি যুব মোর্চার এই মশাল মিছিল সেই নির্বাচনী তৎপরতারই প্রতিফলন। বিপুল কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে রাজধানীতে নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি প্রদর্শনের পাশাপাশি নির্বাচনী লড়াইয়ের প্রস্তুতিও স্পষ্ট করেছে শাসক দল।

অভিযুক্ত

● প্রথম পাতার পর

থানার ওসি আশীষ সরকার জানান, আত্মসমর্পণকারী দুই অভিযুক্তকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। মঙ্গলবার পুলিশি রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে তাদের আদালতে পেশ করা হয়।

এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ ছিল কি না এবং গণপিটুনির সময় ঠিক কী ঘটেছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

গরুচোর সন্দেহে আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে এক যুবকের প্রাণহানির ঘটনায় এলাকায় এখনও উদ্বেগ ও ক্ষোভ রয়েছে। দুই মূল অভিযুক্তের আত্মসমর্পণের পর তদন্ত কোন দিকে এগোয় এবং আদালতে মামলার পরবর্তী পদক্ষেপ কী হয়, এখন সেদিকেই নজর রয়েছে এলাকাবাসীর।

মতাবাড়ি

● প্রথম পাতার পর

সুন্দরী মন্দির এবং সংলগ্ন এলাকায় পরিদর্শন করছেন জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন-সহ বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকরা। গোমতী জেলার জেলাশাসক রিঙ্কু লাথের, মাতারবাড়ি সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অরিজিৎ পাল, গোমতী জেলার সহ-সভাধিপতি সুজন সেন-সহ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা পরিদর্শন করে প্রস্তুতির বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখছেন।

জেলাশাসক রিঙ্কু লাথের জানান, এবারের দীপাবলি মেলায় প্রায় ১০ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগমের সম্ভাবনা রয়েছে। সেই কথা মাথায় রেখে উৎসবের সুষ্ঠু পরিচালনা এবং পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। মেলায় আগত বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতি সত্ত্বেও যাতে উৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, সেদিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য, ঐতিহ্যবাহী আচার-অনুষ্ঠান এবং আধুনিক আলোকসজ্জা ও বিনোদনের সমন্বয়ে এবারের মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের দীপাবলি উৎসব আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে বলে আশা প্রকাশ করেছে প্রশাসন।

জরুরী ঘোষণা

এই পত্রিকায় প্রকাশিত কোন বিজ্ঞাপন দেখে যদি কেউ বিজ্ঞাপনদাতা কিংবা সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে কোন ধরনের শারীরিক, মানসিক, আর্থিক কিংবা অন্য যেকোনও ধরনের ক্ষতি বা প্রতারণার শিকার, তাহলে এর দায় পত্রিকা কতৃপক্ষের নয়।





কালের আলো

Wednesday, 4 November, 2026 ■ বুধবার, ১৮ কার্তিক ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

E-Paper ▸ www.epaper.kaleralo.in | E-mail ▸ kaleralopatrika@gmail.com | News Portal ▸ www.kaleralo.in





■ বিরোধীদের অপপ্রচারের প্রতিবাদে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানী আগরতলায় রাজপথে যুব মোর্চার মশাল মিছিলে মন্ত্রী টিংকু রায় সহ অন্যান্যরা।

বিএসএফ জওয়ানের উপর হামলায় ক্ষুব্ধ প্রাক্তন জওয়ানরা, ৭২ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতারের দাবি

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। ত্রিপুরায় বিএসএফ জওয়ানের উপর হামলার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করল প্রাক্তন বিএসএফ কর্মীদের সংগঠন। দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যদের উপর এ ধরনের হামলা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না বলে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে সংগঠন। ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেক অভিযুক্তকে আগামী ৭২ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার করে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

মঙ্গলবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের সভাপতি গৌতম সিনহা এই দাবি জানান। তিনি বলেন, ত্রিপুরার মাটিতে বিএসএফ জওয়ানের উপর হামলার ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও দুর্ভাগ্যজনক। এর আগে রাজ্যে বিএসএফ কর্মীদের উপর এ ধরনের ঘটনা তাঁরা প্রত্যক্ষ করেননি বলেও জানান তিনি।

সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়, বিএসএফ জওয়ানরা দেশের নিরাপত্তা ও সীমান্ত সুরক্ষার স্বার্থে নিজেদের পরিবার-পরিজন থেকে দূরে থেকে নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করেন। দেশের সুরক্ষায় নিয়োজিত এই জওয়ানদের উপর হামলা শুধু তাঁদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার উপর আঘাত নয়, বরং দেশের নিরাপত্তা বাহিনীর মর্য্যাদার উপরও আঘাত। তাই এই ধরনের ঘটনা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, হামলার ঘটনায় যে বা যারা জড়িত রয়েছে, তারা যে রাজনৈতিক দল বা পক্ষেরই হোক না কেন, প্রত্যেক অভিযুক্তকে অবিলম্বে আইনের আওতায় আনতে হবে। আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছে সংগঠন।

এদিকে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা না হলে আগামী ১২ থেকে ১৮ নভেম্বর দিল্লিতে প্রস্তাবিত প্রতিবাদ কর্মসূচিতেও এই বিষয়টি তুলে ধরা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সংগঠনের নেতৃত্ব। তাঁদের বক্তব্য, বিএসএফ-এর মতো দেশের গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের উপর হামলার ঘটনায় প্রশাসনের দ্রুত ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

সংগঠনের নেতাদের আশঙ্কা, আজ বিএসএফ জওয়ানের উপর হামলা হয়েছে, আগামী দিনে সিআরপিএফ কিংবা এসএসবি-র মতো অন্যান্য কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যরাও একই ধরনের হামলার শিকার হতে পারেন। তাই দেশের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের সম্মান, মর্য্যাদা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করা হয়, নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের উপর হামলার ঘটনায় কোনও রাজনৈতিক পরিচয় বা প্রভাব যেন অভিযুক্তদের রক্ষা করতে না পারে। দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তির মাধ্যমেই ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব বলে মনে করছেন প্রাক্তন বিএসএফ কর্মীরা।

ভিআইপি নিরাপত্তায় পক্ষপাতের অভিযোগ

রাষ্ট্রপতির দ্বারস্থ বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা

কালের আলো প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩ নভেম্বর।। ত্রিপুরা পুলিশ প্রশাসনের সিকিউরিটি উইংয়ের ভূমিকা নিয়ে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। ভিআইপি ও ভিভিআইপি নিরাপত্তা ব্যবস্থায় চরম পক্ষপাতিত্ব, দুর্নীতি এবং সাম্প্রদায়িক মানসিকতার অভিযোগ তুলে এবার সরাসরি ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর দ্বারস্থ হলেন ২৪-রামচন্দ্রঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের তিপ্রামথা দলের বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা। সিকিউরিটি উইংয়ের এসপি অমিতাভ পলের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ তুলে রাষ্ট্রপতির কাছে বিস্তারিত চিঠি পাঠিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত ও প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

এর আগে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একই বিষয়ে অভিযোগ জানিয়েছিলেন বিধায়ক। কিন্তু তাঁর দাবি, বারবার অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত কোনও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। প্রশাসনের তরফে কোনও সমাধান না মেলায় এবার রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তিনি।

রাষ্ট্রপতিকে পাঠানো অভিযোগপত্রে সিকিউরিটি উইংয়ের অভ্যন্তরীণ বদলি ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রঞ্জিত দেববর্মা। তাঁর অভিযোগ, এই বিভাগে কর্মরত পুলিশ কর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট কোনও বদলি নীতি কার্যকর নেই। এর সুযোগ নিয়ে কিছু পুলিশ কর্মী নির্দিষ্ট ভিআইপি ও ভিভিআইপিদের নিরাপত্তার দায়িত্বে বছরের পর বছর কর্মরত থাকছেন। এমনকি তিন থেকে আট-দশ বছর পর্যন্ত একই জায়গায় থেকে তাঁরা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি।

অন্যদিকে, অনেক পুলিশ কর্মীকে দূরবর্তী ও অসুবিধাজনক স্থানে বদলি করা হচ্ছে বলে দাবি বিধায়কের। তাঁর মতে, এই ধরনের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা পুলিশ প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে।

চিঠিতে সিকিউরিটি উইংয়ের এসপি অমিতাভ পলের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব এবং দলীয় স্বার্থে প্রশাসন পরিচালনার অভিযোগও তুলেছেন রঞ্জিত দেববর্মা। বিধায়কের দাবি, কোনও পূর্ব আলোচনা বা যথাযথ তথ্য প্রদান ছাড়াই তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা আধিকারিক (পিএসও) সুকেশ দেববর্মাকে হঠাৎ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে লিখিত অভিযোগ করেও কোনও সমাধান পাননি বলে দাবি করেছেন তিনি। বিধায়কের অভিযোগ, তাঁকে মানসিক চাপে রাখার উদ্দেশ্যেই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে গত ২৩ অক্টোবর বিকেল ৩টায় নিজের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা দুজন পিএসও-কে এসপি সিকিউরিটির দপ্তরে ফিরিয়ে দেন তিনি।

এরপর থেকে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বলে রাষ্ট্রপতিকে পাঠানো চিঠিতে উল্লেখ করেছেন রঞ্জিত দেববর্মা। তাঁর বক্তব্য, রাজ্যে বর্তমানে পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রক্রিয়া চললেও হাই-রিস্ক জোনের একজন বিধায়ক হিসেবে তাঁর কোনও নিরাপত্তারক্ষী না থাকা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এতে তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও জীবনঝুঁকি বেড়ে গিয়েছে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি।

অতীতে ত্রিপুরায় একাধিক বিধায়ক ও মন্ত্রীর মৃত্যুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে পুলিশ প্রশাসনের নিরাপত্তা ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিধায়ক। তাঁর মতে, জনপ্রতিনিধিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রশাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালনে কোনও ধরনের অবহেলা বা পক্ষপাতিত্ব থাকলে তা নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো চিঠিতে এসপি সিকিউরিটি অমিতাভ পলের বিরুদ্ধে ওঠা পক্ষপাতিত্ব, দুর্নীতি ও সাম্প্রদায়িক মানসিকতার অভিযোগ নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করার *সাতের পাতায় দেখুন*

স্বচ্ছ পুর নিগম গড়তে জনগণ প্রস্তুত : প্রার্থী কাজল

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। দুর্নীতি, হামলা ও হুজ্জুতি মুক্ত স্বচ্ছ পুর নিগম প্রশাসন গড়তে জনগণ প্রস্তুত। পরিবর্তনের অপেক্ষায় রয়েছেন সাধারণ মানুষ। মঙ্গলবার আগরতলা পুর নিগমের ১২ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচারে গিয়ে এমনটাই দাবি করলেন সিপিআই(এম) মনোনীত প্রার্থী কাজল রেখা শিং। একই দিনে ২৩ নম্বর ওয়ার্ডেও বাড়ি বাড়ি প্রচার শুরু করেন সিপিআই(এম) প্রার্থী উমা চন্দ।

আসন্ন পুর নিগম নির্বাচনকে ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে শাসক দল বিজেপি এবং বিরোধী ইন্ডি জোটের মধ্যে আসন সমঝোতা নিয়ে জটিলতা অব্যাহত রয়েছে। এরই মধ্যে মঙ্গলবার থেকে নির্বাচনী প্রচারে গতি বাড়িয়েছে *সাতের পাতায় দেখুন*

যুবসমাজের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ বিজেপি সরকার, ডিওয়াইএফআই-এর প্রতিষ্ঠা দিবসে তীব্র সমালোচনা

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। বেকারত্ব, কর্মসংস্থান, শিক্ষা এবং যুবসমাজের অধিকার নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করল ডিওয়াইএফআই। মঙ্গলবার বামপন্থী যুব সংগঠন ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া (ডিওয়াইএফআই)-এর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে রাজধানীর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা অভিযোগ করেন, প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতি দিয়েও সাধারণ মানুষ ও যুবসমাজের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে বর্তমান সরকার।

প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী, ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য নেতৃত্ব নবারুণ দেব, পলাশ ভৌমিক-সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা কমিটির প্রতিনিধিরা সভায় অংশ নেন।

আলোচনা সভায় সংগঠনের দীর্ঘদিনের আন্দোলন ও সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরার পাশাপাশি যুবসমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, শিক্ষার প্রসার এবং বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বক্তারা বলেন, যুবসমাজের সামনে আজ একাধিক সমস্যা রয়েছে। বিশেষ করে বেকারত্ব ও কর্মসংস্থানের অভাব তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

বক্তাদের অভিযোগ, নির্বাচনের আগে যুবসমাজকে নানা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বাস্তবে সেই প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ফলে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি যুবসমাজের মধ্যেও হতাশা বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে যুবসমাজের ন্যায্য অধিকার আদায়ে আন্দোলন আরও জোরদার করার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন তাঁরা।

সভায় বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হয়। বক্তারা রাজ্য ও কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিভিন্ন নীতির সমালোচনা করে বলেন, যুবসমাজের সমস্যা সমাধানে সরকারকে আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ এবং যুবকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিও উঠে আসে আলোচনা সভায়।

ডিওয়াইএফআইয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসের এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ যুবসমাজের অধিকার রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বার্তা দেন। পাশাপাশি আগামী দিনে সংগঠনের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি এবং যুবসমাজের বিভিন্ন সমস্যাকে সামনে রেখে আন্দোলনকে আরও বিস্তৃত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাছাড়া আগামীদিনে সংগঠনের তরফে যুবদের স্বার্থ রক্ষায় সরকারের উপর চাপ আরও তীব্র করা বিষয়ে নানা ধরনের আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে এদিনের সভার আলোচনায় উঠে এসেছে।

কৃষি প্রকল্পের অগ্রগতি দেখতে এলেন প্রতিমন্ত্রী রামনাথ ঠাকুর

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী রামনাথ ঠাকুর মঙ্গলবার রাজ্য সফরে ত্রিপুরায় এসেছেন। কেন্দ্রীয় কৃষি প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন, অগ্রগতি এবং বরাদ্দ অর্থের ব্যয়ের হিসাব খতিয়ে দেখতেই তাঁর এই সফর। রাজ্য সফরকালে বিভিন্ন জেলা পরিদর্শন করে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধীনে চলা প্রকল্পগুলির বাস্তব চিত্র সরেজমিনে পর্যালোচনা করবেন তিনি।

মঙ্গলবার বিকেলে আগরতলার মহারাজা বীর বিক্রম (এমবিবি) বিমানবন্দরে পৌঁছান কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। তাঁকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দফতরের আধিকারিকরা। বিমানবন্দরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে পুষ্পস্তবক দিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান তাঁরা।

বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী রামনাথ ঠাকুর জানান, সারা দেশেই 'ক্ষেত বাঁচাও অভিযান' চলছে। পাশাপাশি কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দফতরের *সাতের পাতায় দেখুন*

পুরভোট ঃ কুমারঘাটে পুলিশের রোডমার্চ



কালের আলো প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ৩ নভেম্বর।। আসন্ন পুর নির্বাচনকে সামনে রেখে নিরাপত্তা প্রস্তুতিতে তৎপর উনকোটি জেলা পুলিশ প্রশাসন। ভোটারদের মধ্যে আস্থা তৈরি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কুমারঘাট পুর এলাকায় ফ্ল্যাগমার্চ করল পুলিশ। জেলা পুলিশ সুপার রিশবের নেতৃত্বে পুর এলাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করেন নিরাপত্তা বাহিনী। এই কর্মসূচির মাধ্যমে নির্বাচনের আগে সাধারণ মানুষের কাছে নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনের প্রস্তুতির কথাও তুলে ধরা হয়।

উল্লেখ্য, আগামী ২৭ নভেম্বর ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে পুর ও নগর সংস্থার নির্বাচন। উনকোটি জেলার কুমারঘাট পুর পরিষদের ১৫টি আসনেও ওই দিন ভোটগ্রহণ হবে। নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক দলগুলির প্রচার ও কর্মসূচি ক্রমশ বাড়তে থাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে জেলা পুলিশ। ভোটাররা যাতে কোনওরকম ভয়ভীতি, বাধা বা প্রভাব ছাড়াই নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতেই এই ফ্ল্যাগমার্চের আয়োজন।

ফ্ল্যাগমার্চে জেলা পুলিশ সুপার রিশবের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কুমারঘাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ডেভিড দেববর্মা, কুমারঘাট থানার ওসি সঞ্জয় দাস-সহ জেলা ও মহকুমা পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকরা। পুলিশ বাহিনীর এই টহল পুর এলাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও জনবহুল স্থানে নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনার পাশাপাশি নির্বাচনী পরিবেশ শান্তিপূর্ণ রাখার বার্তা দেয়।

জেলা পুলিশ সুপার জানান, নির্বাচনের আগে সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থা ও নিরাপত্তাবোধ তৈরি করা এবং রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনী কর্মসূচিতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই ফ্ল্যাগমার্চের মূল উদ্দেশ্য। নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়, সে জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

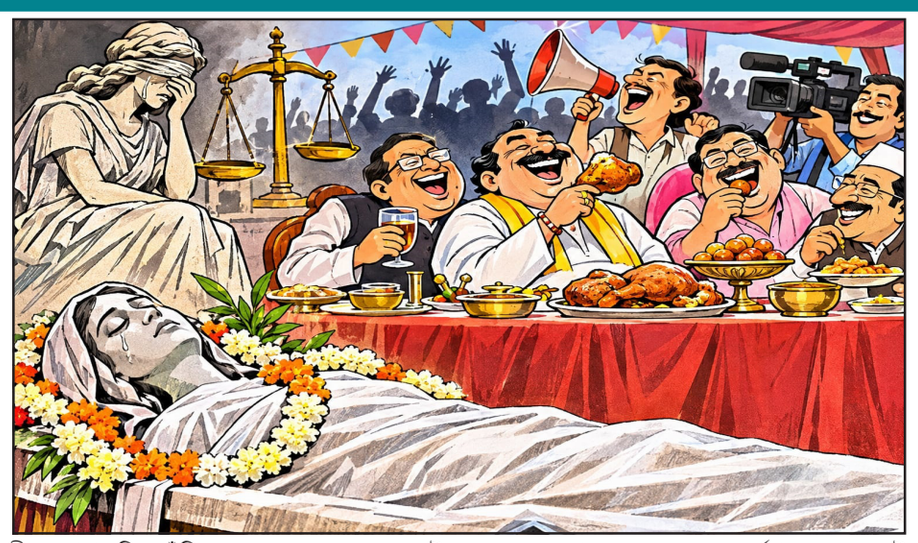
তিনি আরও জানান, নির্বাচনের সময় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হবে। স্ট্রংরুম, রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় এবং প্রতিটি পোলিং স্টেশনে নিরাপত্তা বাহিনীর নজরদারি থাকবে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশ প্রশাসন প্রস্তুত রয়েছে বলেও জানান তিনি।

ফ্ল্যাগমার্চের মাধ্যমে জেলা পুলিশ স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে, নির্বাচনের সময় আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার কোনও প্রচেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না। একই সঙ্গে নির্ভয়ে ভোটদানে ভোটারদের আশ্বস্ত করতে এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী পরিবেশ বজায় রাখতে পুলিশ প্রশাসন সক্রিয় থাকবে।

সত্যের শ্রাদ্ধে মিথ্যেদের ভোজ

● অনুপম পাল ●

কৈলাসহর, ৩ নভেম্বর।। সত্য আজ বড় অসহায়। তার কণ্ঠরোধ করতে অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না, কখনও কখনও কয়েকটি সাজানো শব্দ, কিছু চতুর ব্যাখ্যা আর একদল হাততালি দেওয়া মানুষই যথেষ্ট।সমাজে মিথ্যার আয়ু যে সত্যের চেয়ে দীর্ঘ হতে পারে, তা নতুন কোনও আবিষ্কার নয়। তবে সময়ের সঙ্গে মিথ্যার কৌশল বদলেছে। এক সময় মিথ্যাকে সত্যের মুখোশ পরিয়ে মানুষের সামনে হাজির করা হত। এখন মিথ্যাই নিজেকে সত্য বলে ঘোষণা করে, আর সত্যকে দাঁড় করানো হয় আসামির কাঠগড়ায়।



বড় অদ্ভুত এই সময়! এখানে কে সত্য বলছে, তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে কে কত জোরে কথা বলছে। যুক্তির চেয়ে প্রচার বড়, তথ্যের চেয়ে আবেগের দাম বেশি। যে যত বেশি চিৎকার করতে পারে, জনসমক্ষে সত্যের মালিকানা যেন তারই হাতে চলে যায়। আর যিনি নীরবে প্রমাণ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, তাঁকেই কখনও কখনও প্রশ্নের পর প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়।মিথ্যারও একটা নিজস্ব আয়োজন আছে। তার প্রচারক আছে, পৃষ্ঠপোষক আছে, এমনকি প্রশংসাকারীরও অভাব নেই। সত্যের অবশ্য তেমন কোনও আয়োজন নেই। সত্যকে বারবার প্রমাণ দিতে হয়, নিজের অস্তিত্বের পক্ষে সাফাই গাইতে হয়। মিথ্যা সেখানে দিব্যি নিশ্চিন্ত। কারণ সে জানে, মানুষের স্মৃতি ক্ষণস্থায়ী, আর প্রচারের আওয়াজ অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছয়।

সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক হল, এই মিথ্যার উৎসবের দর্শক হয়ে থাকেন অনেকেই। কেউ সুবিধার আশায় নীরব থাকেন, কেউ স্বার্থের কারণে সত্যকে এড়িয়ে যান, আবার কেউ জেনেশুনেই মিথ্যার পক্ষে সওয়াল করেন। তখন আর সত্য-মিথ্যার লড়াই থাকে না, তা হয়ে ওঠে বিবেকের সঙ্গে সুবিধাবাদের সংঘাত।সত্যকে হত্যা করা যায় কি? হয়তো তার কণ্ঠস্বর কিছু সময়ের জন্য স্তব্ধ করা যায়, তার সাক্ষ্যকে আড়াল করা যায়, তার পাশে দাঁড়ানো মানুষদের একঘরে করা যায়। কিন্তু সত্যের মৃত্যু হয় না। কারণ সত্য কোনও ব্যক্তির সম্পত্তি নয়, কোনও প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া অধিকারও নয়। সময়ের কাছে তার নিজস্ব আদালত রয়েছে। সেখানে প্রচারের জোরে রায় বদলানো যায় না।

তবু প্রশ্ন থেকে যায়যে সমাজে সত্যকে বিদায় জানিয়ে মিথ্যার জন্য ভোজের আয়োজন করা হয়, সেই সমাজের ভবিষ্যৎ কোথায় ?হয়তো একদিন ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে, এক সময় মানুষ সত্যকে চিনত, কিন্তু স্বীকার করতে ভয় পেত। আর মিথ্যাকে চিনেও তাকে সম্মান জানাত।সেদিন সত্যের শ্রাদ্ধে যারা ভোজ খেয়েছিল, তারা হয়তো ভুলে যাবে সেই *সাতের পাতায় দেখুন*

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক গোবিন্দ দেবনাথ কর্তৃক সাহাপাড়া, বনকুমারী, যোগেন্দ্রনগর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা - ৭৯৯০০৪ থেকে প্রকাশিত।
প্লেনেট কম্পিউটার, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি রোড, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে মুদ্রিত। যোগাযোগ- ৯৪৩৬৫৮৭৬৬২ । সম্পাদক ঃ গোবিন্দ দেবনাথ

Owner, Publisher & Printer : Gobinda Debnath. Published from Sahapara, Bankumari, Jogendranagar, Agartala, West Tripura - 799004.
Printed from Planet Computer, Laxminarayan Bari Road, Agartala, West Tripura - 799001. Contact- 9436587662. Editor : Gobinda Debnath